রাঁচি, শুক্রবার

12:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>094 >> 26 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৪ >> << ২৬শে, পৌষ ১৪৩০>>

ইকুয়েডর অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্যে আছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট

পেরু ঃ মঙ্গলবার ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়া বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশ জুড়ে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার প্রেক্ষাপটে তার দেশ অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘর্ষের কবলে পড়েছে। বন্দর শহর গুয়াকিলের একটি পাবলিক টেলিভিশন স্টেশনে একটি স্টুডিওতে সরাসসরি সংবাদ চলাকালীন বন্দুক ও বিস্ফোরক নিয়ে সজ্জিত মুখোশধারী একদল মানুষ সেখানে হামলা চালায়। এর কয়েক ঘন্টা পরে প্রেসিডেন্ট এই ঘোষণা দেন। পুলিশ পরে স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং সন্দেহভাজন ১৩ জন বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করে ও তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তোলে। ওই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। সপ্তাহান্তে কুখ্যাত মাদক গ্যাং লস চোনেরোসের নেতা অ্যাডলফো ম্যাকিয়াস পালিয়ে যাওয়ার পর এই সংকট শুরু হয়। বেশ কিছু পুলিশ কর্মকর্তাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং ইকুয়েডর জুড়ে অসংখ্য বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লস লোবোস গ্রুপের আরেক মাদক পাচারকারী নেতা ফ্যাব্রিসিও কোলন পিকো রিওবাম্বা শহরে পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে।

বাজার দর

SENSEX : 71721.18 +63.47
NIFTY : 21647.20 +28.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	08.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

আফগানিস্তানে পোলিওর বিরুদ্ধে সাফল্যের কথা জানালেন তালিবান মন্ত্রী

কাবুল ঃ বুধবার পাকিস্তান আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি বলেছেন, তার দেশে মশাবাহিত ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু জ্বরের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, অত্যন্ত সংক্রামক পোলিও ভাইরাসের সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে বলেও জানান তিনি।

২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত মাত্র ১২ টি শিশুর মধ্যে ৬ জন আফগানিস্তান এবং ৬ জন পাকিস্তানের। দেশ দুটির মধ্যে প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটারের অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে তবে এ বছর এখন পর্যন্ত নতুন করে আক্রান্তের খবর জানা যায়নি। তালিবানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কালান্দার এবাদ ইসলামাবাদে প্রথম বৈশ্বিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলনে ইংরেজি ভাষায় বলেন, পোলিও এখনও আফগানিস্তান ও পাকিস্তান উভয় দেশের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা পোলিও ভাইরাস নির্মূল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি এবং সৌভাগ্যবশত আমরা এই ক্ষেত্রে বেশ ভালো সাফল্য অর্জন করেছি।

পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘসহ বিশ্বের ৭০টি দেশের প্রতিনিধিরা। এবাদ বলেন, আমরা দেশ থেকে পোলিও ভাইরাস নির্মূল করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং এই বিষয়ে আমরা সাফল্য অর্জন করছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, ২০২১ সালের আগস্টে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তালিবানদের হাতে যাবার পর থেকে আফগানিস্তানে পোলিও টিকাদান অভিযানের গুণগত মানের উন্নতি ঘটেছে। যদিও তালিবান মন্ত্রী এবাদ জানিয়েছেন, দেশটিতে এইচআইভিএইডস রোগ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি চার কোটিরও বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশটিতে কিছু স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন। সংক্রামক রোগ মোকাবেলায় স্থানীয় দক্ষতা ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনে আফগানিস্তান এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নতিতে সহায়তার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে সাহায্যের আহ্বান জানান তিনি।

আফগান নারীদের শিক্ষা ও কাজের সুযোগের নিষেধাজ্ঞার কারণে কোন বিদেশি রাষ্ট্র তালিবান সরকারকে এখনো পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি।

ইসরাইলি হামলায় গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ১০ জন নিহত

গাজা ঃ নতুন করে শুরু হওয়া ইসরাইলি সামরিক হামলায় গাজা ভূখন্ডের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়েছে। বুধবার ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা মধ্য গাজার মাগাজি এলাকা এবং ফিলিস্তিনি ছিটমহলের দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস এলাকায় ১৫০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। তারা নিহতদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে । গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাতভর হামলায় ৭০ জন নিহত ও ১৩০ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে কতজন বেসামরিক বা কতজন যোদ্ধা এর আলাদা কোন তথ্য মন্ত্রনালয় জানায় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন যুদ্ধের বিস্তার রোধসহ একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই অঞ্চলে দ্রুত সফরের সময়ে পরি এই সহিংসতার ঘটনা ঘটল।

বেসামরিক হতাহতের ঘটনা রোধ এবং গাজায় ত্রাণ সরবরাহ সহজতর করার জন্য ইসরাইলের ওপর চাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন ব্লিংকেন। সেই সাথে তিনি হামাসের হাতে আটক অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাছাড়া গাজার যুদ্ধোত্তর শাসন ব্যবস্থা এবং ইসরাইল ফিলিস্তিন শান্তি অব্যাহত রাখার উপায় নিয়ে আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন তিনি। হামাসের হাতে আটক ১২৯ জন জিম্মিকে মুক্ত করার জন্য এবং ইসরাইলের প্রতি ঐ জঙ্গি গোষ্ঠীটির হুমকির পরিসমাপ্তি ঘটাতে সেনাবাহিনী আরও কয়েক মাস লড়াই চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন ইসরাইলি কর্মকর্তারা। এ অঞ্চলে হামাসের নিয়ন্ত্রন নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য। হামাস ৭ই অক্টোবরে ইসরাইলে হামলা করে প্রায় ১,২০০ লোককে হত্যা করে এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। অপরদিকে, হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরাইলের পাল্টা আক্রমণে প্রায় ২৩ হাজার ৩০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের প্রায় ২৩ লাখ জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশই বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

লোহিত সাগরে হুথিদের বিরামহীন আক্রমণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ব্লিংকেন

ইয়েমেন ঃ ইয়েমেন ভিত্তিক হুথি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে এখন পর্যন্ত তাদের বৃহত্তম বিমান হামলা শুরু করার পরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন গাজা যুদ্ধের বিস্তার রোধে তার সর্ব সাম্প্রতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। বাহরাইনের বাদশাহ হামাদ বিন ইসা আল খলিফার সাথে আলোচনার পর ব্লিংকেন বলেছেন, বাহরাইনসহ ২০টির বেশি দেশ লোহিত সাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা এবং জাহাজ চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বুধবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ লোহিত সাগরে জাহাজে হুথিদের হামলার নিন্দা করে যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাবের উপর ভোট আয়োজন করার পরিকল্পনা করেছে। ইতোপূর্বে ব্লিংকেন বুধবার পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে এক বৈঠকে প্রশাসনিক সংস্কার এবং গাজা ভূখণ্ডের মানুষদের জন্য মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা করেন। ব্লিংকেন ইসরাইলের নেতাদের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র নিয়ে পরিকল্পনা প্রদানের প্রস্তাব দেয়ার একদিন পরে এই আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনি যুদ্ধোত্তর একটি রোডম্যাপের কথা ভেবেছে। এতে গাজাকে ফিলিস্তিনি নেতৃত্বাধীন শাসনের অধীনে রাখা হয়েছে এবং এতে গাজার ওপর হামাসের কোনো ভূমিকার কথা বলা নেই। কিন্তু কিছু বিশ্লেষক এ ব্যাপারে সন্দিহান এবং সম্ভাবনার ব্যাপারটি হালকা করে দেখার পক্ষপাতী। মিডল ইস্ট ইন্সটিটিউটের একজন সিনিয়র ফেলো খালেদ এলগিন্দি মঙ্গলবার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ কীভাবে গাজায় ফিরে যাবে এবং গাজার অবশিষ্ট অঞ্চলের কোন ধরনের অর্থপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেবে তা আমি বুঝতে পারছি না। এমনকি পশ্চিম তীরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। ব্লিংকেন দীর্ঘমেয়াদী এই সংঘাত সমাধানের উপায় হিসেবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজার মাধ্যমে আরব প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ইসরাইলের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়েছেন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কেন ইসরাইলকে আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা

হেগ ঃ গাজা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেয়া দরকার কি না সে সিদ্ধান্ত নিতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত এই সপ্তাহে শুনানি করবে। ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের দীর্ঘস্থায়ী সংহতির পেছনে রয়েছে ইতিহাস। দ্য হেইগের আন্তর্জাতিক আদালত বা আইসিজেতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরাইলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগ এনেছে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি শুনবে এবং এরপরে ইসরাইলের গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধ করার অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করবে কি না তা সিদ্ধান্ত নেবে। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিভাগের মুখপাত্র ক্লেসন মনিয়েল্লা বলেছেন, গাজায় চলমান গণহত্যার প্রেক্ষাপটে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে ১৯৪৮ সালের 'গণহত্যা প্রতিরোধ ও শান্তি সংক্রান্ত কনভেশনের' আওতায় যে কার্যক্রমগুলোকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেগুলোও গাজায় সংঘটিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইসরাইল উভয়েই এই কনভেনশানের স্বাক্ষরকারী। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইসরাইলকে গণহত্যার জন্য দায়ী প্রমাণ করতে পুরো মামলাটির কার্যক্রম কয়েক বছর চলতে পারে, তবে এই সপ্তাহের শুনানিটি হচ্ছে ইসরাইলের বিরুদ্ধে দ্রুত নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য জরুরি একটি পদক্ষেপ। ব্রিস্টলের ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অফ ইংল্যান্ডের দক্ষিণ আফ্রিকার আইনের অধ্যাপক গেরহার্ড কেম্প বলেছেন, ফিলিস্তিনি ইস্যুর প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থন দীর্ঘস্থায়ী। কেম্প বলেন, এর একটি ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসক দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে ফিলিস্তিনি জনগণের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক আছে। তাই ইসরাইলকে আইসিজের সামনে আনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃত্ব দেয়ার ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা এএনসি নিজেরাই একসময় একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত মুক্তি আন্দোলন ছিল। এএনসি দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই তারা ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার মধ্যে নিজেদের প্রতিচিত্র দেখে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন প্রাক্তন ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিরা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না।

বক্তব্য আগ্রাসন শুরুর পর থেকে জেলেন্সকি মাঝে মাঝে ইউক্রেনের বাইরে ভ্রমণ শুরু করেছেন

ইউরোপীয় সমর্থন নিয়ে আলোচনা করতে যুদ্ধের মধ্যেই লিথুয়ানিয়ায় সফর জেলেন্সকির

কিয়েভ (এজেন্সী)ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বুধবার লিথুয়ানিয়া সফর করছেন। তিনি জানান এই সফরে তিনি নিরাপত্তা, নেটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ততা, ড্রোন সহযোগিতা এবং ইউরোপীয় সমর্থনের সমন্বয় বিষয়ে কথা বলবেন।

জেলেন্সকি আরও বলেন, সেই ২০১৪ সাল থেকে এমনকি রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের সময়ও, ইউক্রেনের প্রতি আপোষহীন সমর্থনের জন্য লিথুয়ানিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট গিতানাস নাওসেদার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দুই নেতা লিথুয়ানিয়ান জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। লিথুয়ানিয়ায় বসবাসরত ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন তারা।

ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকে জেলেন্সকি মাঝে মাঝে ইউক্রেনের বাইরে ভ্রমণ শুরু করেছেন। বুধবার তিনি বলেন, লিথুয়ানিয়া ছাড়াও, এই সফরে এস্তোনিয়া ও লাটভিয়ায় তিনি যাত্রাবিরতি করবেন।

রাশিয়ার প্রতিদিনের আক্রমণের কারণে, জেলেনস্কি এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। এ বছর প্রায়শই ইউক্রেনের শহরগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে রাশিয়ার ড্রোন এবং বিশেষত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ সদস্য এবং ২০টিরও বেশিসংখক দেশ মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে রাশিয়ার কাছে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি এবং ইউক্রেনে রুশ হামলায় এইসব ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের নিন্দা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ৩০ ডিসেম্বর ও ২ জানুয়ারি এই হামলা চালানো হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের বিনিময়ে রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে কী সরবরাহ করে তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তারা।

এই যৌথ বিবৃতিতে অন্যান্য দেশের সাথে আর্জেন্টিনা, কানাডা, ইসরাইল, জাপান, নরওয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মডেল পোলিং ষ্টেশনের প্রদর্শন করা হলো মালদা জেলা বইমেলায়

মালদাঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মডেল পোলিং ষ্টেশনের প্রদর্শন করা হলো মালদা জেলা বইমেলায়। নতুন ভোটারদের সচেতন করার জন্য এবং অন্যান্য ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য এই প্রদর্শন।ভোট দিলেন অঙ্কিতা সাহা, ঋতিকা মার্ডিরা। তবে ব্যালটে নয়, একেবারে ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপে। আসলে লোকসভা নির্বাচন বলে কথা। বোতাম টিপে ভোট দিতে পেয়ে বেজায় খুশি কলেজ পড়ুয়ারা। তাদের কথায়, এবার আমাদের নতুন ভোট হয়েছে। বইমেলায় এসে ভোট দিতে পারব সেটা ভাবতেই পারিনি। হাতেকলমে ভোট দেওয়া শিখলাম। খুব ভালো লাগল। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। মাস কয়েক পরেই বুথে গিয়ে ভোট দেব। তার আগে শেখা হল। দোরগোড়ায় লোকসভা ভোট।দেশের সরকার গঠনের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এবার অনেক নতুন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। তাঁদের অধিকাংশের কাছেই ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট এর মতো বিষয়গুলি অজানা। এজন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নতুন ভোটারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট চেনাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় চালু করা হয়েছে ইভিএম প্রদর্শন কেন্দ্র। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ভ্রাম্যমান গাড়ি। তবে এবার লোকসভা নির্বাচনের সচেতনতামূলক প্রচারে নজির গড়তে চলেছে মালদহ জেলা বইমেলা। এই প্রথম জেলা বইমেলায় খোলা হয়েছে এক অভিনব স্টল।আস্ত একটা 'মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র'। সৌজন্যে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন। একটি বুথে যা যা থাকে তার সবই রয়েছে। প্রবেশ পথে উর্দিধারী রক্ষী। তারপর প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার। রয়েছেন সব দলের পোলিং এজে-ট। ভোটদান কক্ষে রয়েছে ইভিএম। আছে ভিভিপ্যাট যন্ত্রও। গোটা বুথের প্রহরায় পুলিশ। এই ধরনের ব্যবস্থাপনা স্বভাবতই নজর কেড়েছে নতুন ভোটারদের। কলেজ ছাত্রী ঋতিকা মার্ডি বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং মালদহ জেলা প্রশাসন এই ধরনের স্টল চালু করে খুব ভালো করেছে। কারণ, আমরা নতুন ভোটাররা এখানে ভোটদান পর্বটা বুঝে নিতে পারছি। ভয়টা কেটে যাচ্ছে। এই স্টলে প্রিসাইডিং অফিসারের আসনে বসে থাকা জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ভোটটা যে আমাদের মৌলিক অধিকার, সেটাও আমরা নতুন ভোটারদের বোঝাতে পারছি। নতুন ভোটারদের সচেতন করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে এভাবেই 'মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র' তৈরি করে প্রচার চালানো হচ্ছে জেলা বইমেলায়। তাতে ব্যাপক সাড়াও মিলছে বলে দাবি করেন এক আধিকারিক। মালদহ জেলা প্রশাসনের দাবি, বইমেলায় 'মডেল বুথ' রাজ্যে এই প্রথম।

ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডায় আলু গাছ পচা শুরু হয়েছে উত্তর দিনাজপুর

উত্তর দিনাজপুর ঃ ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডায় আলু গাছ পচা শুরু হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার আলুর জমির মাঠে আলু চাষীদের মাথায় হাত কৃষি দপ্তরের কোনো হেলদোল নেই, কৃষকদের দাবি কৃষি দপ্তর এলাকায় দেখা নেই সরকারি কোন উদ্যোগ নেয়া হোক কৃষকদের স্বার্থে ।

রায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ২০ জন অতিথি অধ্যাপক

রায়গঞ্জ ঃ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন । তাদের দাবী রায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের নির্দেশ মানছেনা । স্যাট এর আওতায় আনার জন্য ইসির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করছেনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । এদিনও তারা ভিসি র সাথে কথা বলেন । রাত সাতটা পর্যন্ত ক্লাস করিয়ে তারপর আন্দোলনে বসেন । এবার দাবী পুরন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাবেন তারা ।

নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্জিপারা এলাকায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পৌঁছায় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ ও শিলিগুড়ি থেকে আগত দমকলের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে আগুন লাগার এই ঘটনাটি ঘটেছে। তবে যেই মহিলা আগুন লাগিয়েছে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানা গেছে। আগুনের ঘটনায় ওই বাড়ির রান্নাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একাধিক সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকাবাসীরা জানান এদিন প্রথমে তারাই রান্নাঘরে আগুন দেখতে পান। তবে ততক্ষণে গোটা রান্নাঘরে আগুন ছেয়ে ফেলে। তরিঘরি খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা ফাঁড়ি পুলিশকে। এরপরই ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও বেলাকোবা ফাঁড়ি পুলিশ। কিন্তু ততক্ষণে গোটা রান্নাঘর পুরোপুরি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় স্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় বড় সাফল্য পেল জলপাইগুড়ির খেলোয়াড়েরা

জলপাইগুড়ি ঃ বাংলার হয়ে ৪টি সোনা, ৪ টি রুপা ও ৫ টি ব্রোঞ্জ পদক সহ মোট ১৩ টি পদক জয় করে নজর কেড়েছে জলপাইগুড়ির খুদে তাইকোন্ডো দল। কলকাতার এসভিএস স্কুলে আয়োজিত এই তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা ছাড়াও অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মহারাষ্ট্র সহ দেশের আঠারোটি রাজ্যের শতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। সেখানে বাংলা দলের হয়ে জলপাইগুড়ি তাইকোন্ডো আকাদেমির ১৪ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে সোনা জয় করেছে। পেয়েছে রুপাও। এছাড়া ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে জলপাইগুড়ির নাম উজ্জ্বল করেছে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে ছিলেন প্রশিক্ষক দিবাকর রায় ও রেফারি টিনা দাস।

এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে রামের দেশে পাড়ি সৌমিকের

গোবরডাঙ্গা ঃ এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে অযোধ্যার রাম মন্দিরে উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন গোবরডাঙ্গার সৌমিক ও তার বন্ধু।
২২ জানুয়ারি মূর্তি স্থাপন হবে অযোধ্যার রামলার আর তার আগেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে যাচ্ছেন অযোধ্যায়। সেই একই ছবি দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌমিক গোলদার ও তার বন্ধু রাকেশ মন্ডল দুজনেই সাইকেল চালিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন মঙ্গলবার। মঙ্গলবার সকালে গোবরডাঙ্গা রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে যাত্রাপথ শুরু করেন সৌমিকের বিগত বছরের জটিল রোগের কারণে একটি পা বাদ যায় তারপরেও এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে এক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেবেন সৌমিক। রামের প্রতি অশেষ ভক্তি সেই কারণেই কে শক্ত করে এক পায়ে সাইকেল চালিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা। এমনটাই জানান।

৬০০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ (ফেনসিডিল) উদ্ধার

রায়গঞ্জঃ বুধবার সকালে রায়গঞ্জের রূপাহারে প্রায় ৬০০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ(ফেনসিডিল) উদ্ধার করলো রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে গোপন সুত্রে খবরের ভিত্তিতে এদিন সকালে রূপাহার এলাকায় অভিযান চালায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। আটক করা একটি পিক আপ ভ্যান। উদ্ধার হয় ৬০ পেটি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। আটক করা হয় গাড়ির চালককে, তার নাম তাপস রায়, বাড়ি রায়গঞ্জের পিপলান এলাকায়।
পুলিশ সুত্রে জানা গেছে ধৃত গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে এই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ তাকে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পৌছে দিতে বলা হয়েছিল। তাকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবাদে মালদা জেলা জুড়ে আন্দোলন অব্যাহত কামতাপুর পিপলস পার্টির। রাস্তা অবরোধ এবং বিক্ষোভ দেখানোর পর আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে

মালদা ঃ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের এক কর্মীকে। প্রতিবাদে মালদা জেলা জুড়ে আন্দোলন অব্যাহত কামতাপুর পিপলস পার্টির। রাস্তা অবরোধ এবং বিক্ষোভ দেখানোর পর আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে মালদা জেলার অন্যান্য ব্লকে এই ধর্মঘটের তেমন প্রভাব না পড়লেও বামনগোলা ব্লক জুড়ে ধর্মঘটের সর্বাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আজ সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্লকের পাকুয়াহাট এলাকায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। ছোট বড় প্রায় সমস্ত ধরনের যান চলাচল প্রায় বন্ধ ছিল। তবে সরকারি দপ্তর খোলা ছিল। এই বিষয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন বলেন, গত রবিবার তাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয় মালদার গাজোলে। সেই প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগ দেওয়ায় সোমবার রাত্রে বামনগোলা থানার পুলিশ পাকুয়াহাট দলীয় কার্যালয় থেকে তাদের এক কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। পরে জাল নোটের মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয় বচ্চন মণ্ডল কে বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে গতকালের পর আজ তাদের এই ধর্মঘট। আগামীতে তারা বড়সড়ো আ-দালনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন সুভাষ বাবু।

ন্যায় যাত্রায় নয়, লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ে যাবেন রাহুল গান্ধী

শিলিগুড়ি ঃ ন্যায় যাত্রায় পাহাড়ে যাবেন না রাহুল গান্ধী। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে শৈলরানী দার্জিলিংয়ে প্রচারে আসবেন রাহুল গান্ধী অথবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক বিনয় তামাং। এদিন শিলিগুড়ির এক হোটেলে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা সর্বভারতীয় সম্পাদক ভিপি সিং, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি শঙ্কর মালাকার, বিনয় তামাং, সুজয় ঘটক সহ অন্যান্যরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গে ন্যায় যাত্রার সুচনা করবেন রাহুল গান্ধী। অসমের ধুবড়ি থেকে যাত্রা শুরু হয়ে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করবে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফুলবাড়ি পৌঁছবে যাত্রা। এরপর নৌকাঘাটে রাত্রীযাপন করার কথা রয়েছে রাহুল গান্ধীর। পরের দিন বাগডোগরা, নকশালবাড়ি হয়ে ইসলামপুর, চোপড়া হয়ে উত্তর দিনাজপুর যাবেন।

আচমকাই স্কুলে বোর্ডের নির্দেশিকা, সময় মত না আসায় ফিরে যেতে হল শিক্ষিকা পড়ুয়াদের থেকে শুরু করে মিড ডে মিল কর্মীদেরও

জলপাইগুড়ি। আচমকাই স্কুলে বোর্ডের নির্দেশিকা। ফলে সময় মত না আসায় ফিরে যেতে হলে শিক্ষিকা পড়ুয়াদের থেকে শুরু করে মিড ডে মিল কর্মীদেরও। সুনীতি বালা উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে।অভিভাবকদের অভিযোগ, বুধবার আচমকাই স্কুলের তরফ থেকে সময় মত আসার একটি নির্দেশিকা টাঙ্গানো হয়। সেই নির্দেশিকায় পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, সকাল ১০৪৫ এর পর কোন অবস্থা বা কারনেই কোনো ছাত্রী স্কুলে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে এদিন ১০-৪৫ এর পরে এসে ঘুরে যেতে হল স্কুলের বেশ কয়েক শিক্ষিকা, ছাত্রী এবং মিড ডে মিল রান্না করা কর্মীদেরও। স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছেন অভিভাবক থেকে মিড ডে মিল কর্মীরাও। ছাত্রীরা না হলেও অভিভাবক ও মিড ডে মিলে রান্না করা কর্মীদের মুখে সমালোচনার সুর শোনা গেছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি বোর্ডের নির্দেশিকা মেনেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে জেলায় একাধিক সরকারি স্কুল রয়েছে। সব স্কুলই কি বোর্ডের নির্দেশিকা মেনে চলেন নাকি জলপাইগুড়ি সুনীতি বালাই ব্যতিক্রমী।

টোটো নিয়ন্ত্রণে চিন্তা ভাবনায় শিলিগুড়ি পুরনিগমে বিশেষ বৈঠক

শিলিগুড়ি। টোটো নিয়ন্ত্রণে চিন্তা ভাবনায় শিলিগুড়ি পুরনিগমে ট্রাফিক এডিসিপি মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক সারলেন মেয়র গৌতম দেব। শহর শিলিগুড়িরকে যানজট মুক্ত করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।তাতে কোন সুফল না মেলায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব শহরকে নুতন দিশা দেখাতে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন।সেই উদ্দেশ্যে পুরনিগমের সভাকক্ষে এক বিশেষ আলোচনায় ভাগ নেয় মেয়র,ডেপুটি মেয়র ট্রাফিক এডিসিপি পূর্ণিমা শেরপা মহকুমা শাসক পিয়াঙ্কা সিং প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক এআরটিও সহ সকল মেয়র পারিষদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় ভাগ নেন।আলোচনা শেষে গৌতম দেব সাংবাদিকদের জানান নুতন বছরে নুতন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।আনুমানিক ৪ হাজারের ওপর টোটোর টিন নম্বর রয়েছে এবং প্রায় সাড়ে ৩ হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।এই সকল টোটো গুলোকে বিভিন্ন রঙ্গ করে তাদের চিহ্নিত করে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থী পূজা দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনা গুরুতর জখম ২০ জন

কচুবেড়িয়া ঃ আজ সকালে কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাটে যাওয়ার পথে বাস ও ম্যাজিক গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষে কুড়িজন আহত গাড়ির চালকসহড হতাহতের এর কোন খবর নেইড দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের গঙ্গাসাগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাদেরকে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় হ্যাম রেডিও কর্মীরা

তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাটাবাড়ী এলাকায় বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র করে এলাকার ২ প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষে মৃত একজন আহত ২জন

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাটাবাড়ী এলাকায় বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র করে এলাকার ২ প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষে মৃত একজন আহত ২জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় তুফানগঞ্জ এর নাটাবাড়ি এলাকায় তাপস দাসের পরিবার এবং অখিল দাসের পরিবারের মধ্যে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাদে। সেই সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাপস দাসের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের আরো দুজন আহত হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান,আজ সকালে তুফানগঞ্জ থানার নাটাবাড়িতে প্রতিবেশী তপন দাস, রাধাকান্ত দাস বনাম অনিল দাস ও অখিল দাসের মধ্যে একটি বাঁশঝাড় কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তপন দাস (৩৩) এর মৃত্যু হয়। উভয় পক্ষের আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রধান আসামি অখিল দাস সহ ৪ জনকে আটক করা হয়ে

চোরাই স্কুটি বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে এক ব্যক্তি

শিলিগুড়ি ঃ চোরাই স্কুটি বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট এলাকায়। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। হানা দেয় চটহাট এলাকায় সেখান থেকে ইস্কুটি ও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে আরেকজন পালিয়ে যায়। তার খোঁজো তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।
ধৃত ব্যক্তির নাম মো- সাহানি(৫০)। পশ্চিম ধনতলা ফুলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। ধৃত কে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে আদালতের কাছে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। এই পাচার চক্রে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা

আলিপুরদুয়ার- বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ফালাকাটা পারঙ্গের পার শিশু কল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা হলো বুধবার। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিশু সদনের মাঠ থেকে শুরু হয়ে ফালাকাটা শহর পরিক্রমা করে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এদিনের শোভাযাত্রার পা মেলান বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং অভিভাবকরাও। আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত চলবে রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

লোকসভা ভোট উপলক্ষে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা শুরু করলো জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ

জলপাইগুড়ি ঃ দুয়ারে কড়া নাড়ছে লোকসভা নির্বাচন।আর সেই উপলক্ষে তার প্রস্তুতিও ইতিমধ্যে শুরু হওয়ার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো। ভোট পরিচালনা করতে প্রচুর গাড়ির প্রয়োজন হয়। আর সেই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় ভোটের কাজে ব্যাবহারের জন্য গাড়ি বাজেয়াপ্ত করতে দেখা গেলো। জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক থানার পুলিশ কর্মীরা তিস্তা ব্রিজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে গাড়ি গুলিকে দাঁড় করিয়ে তাদের মালিক কিংবা ড্রাইভারের হাতে সিজার লিস্ট ধরিয়ে দেয়।ছোট চার চাকার গাড়ি, যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী বিভিন্ন গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিজার লিস্ট ধরিয়ে দেন পুলিশ কর্মীরা। গাড়ির মালিক মিঠু দত্ত বলেন প্রতি বছর ভোটে তিনি তার গাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকেন। এবারে সামনেই লোকসভা নির্বাচন।তাই তার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করলো পুলিশ। ড্রাইভার কৃষ্ণকান্ত বর্মন বলেন আমার পিকাপ ভ্যান। তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলাম। আমাকে দাঁড় করিয়ে সিজার লিস্ট ধরিয়ে দিলো পুলিশ। বল্লো গাড়ির প্রয়োজন হলে আমার মালিককে ফোন করবে।

২২ শে জানুয়ারি অযোধ্যায় শুভ উদ্বোধন হচ্ছে রাম মন্দিরের

মেখলিগঞ্জ ঃ ২২ শে জানুয়ারি অযোধ্যায় শুভ উদ্বোধন হচ্ছে রাম মন্দিরের। আর সেই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাম মন্দিরের আদলে রথ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন মেখলিগঞ্জ মহাকুমার হলদিবাড়ি ব্লকের বগ্রি বাড়ি রাম মন্দির উদযাপন উৎসব কমিটি ও শ্রাবণী উদযাপন উৎসব কমিটি । ২২ শে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দিরে আদলে তৈরি রথ সহ হাজারখানেক বাইক র‍্যালি ও ৪০ টি চার চাকার গাড়িতে রাম ভক্তদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবেন এই কমিটির সদস্যরা সহ এলাকাবাসীরা। অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে তাপস সরকার বলেন ২২শেই সেই জানুয়ারি অযোধ্যায় উদ্বোধন হতে চলছে ৫০০ বছরের পরিকল্পিত রাম মন্দির। আর সেই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমরা রাম মন্দিরে আদলে তৈরি করতে চলছি একটি রথ ।। যে রথ টি সহ হাজার খানিক বাইক এবং ৪০ টি চার চাকার গাড়ি সমেত উচ্ছ্বাসিত মানুষদের নিয়ে এলাকায় একটি রেলির আযোজন করব। তিনি আরো বলেন সমাজকে সাম্যের বার্তা দিতেই তাদের এই উদ্যোগ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

হাওড়ায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দারুন সাফল্য অর্জন করল শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রা

হাওড়াঃ হাওড়ায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দারুন সাফল্য অর্জন করল শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রা। সম্প্রতি হাওড়ায় আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির একটি সংস্থার ১৫ জন খেলোয়াড়েদের মধ্যে ১৪ জন খেলোয়াড় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। যার মধ্যে চার জন সোনা, দুজন সুপার গোল্ড, চারজন ব্রোঞ্জ ও চার জন রূপার পদক অর্জন করেছে। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে কৃতি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেয় সংস্থার সদস্যরা। সেনসেই দল সুবির সরকার বলেন, ৮ থেকে ২৬ বছরের বয়সিদের নিয়ে আয়োজিত ওই খেলায় আমার ছাত্রছাত্রীরা যে সাফল্য লাভ করেছে তারজন্য আমি গর্বিত।

৪৩টি মহিষ উদ্ধার করলো ভারতীয় বি এস এফ

ফুলবাড়িঃ ৪৩টি মহিষ উদ্ধার করলো ভারতীয় বি এস এফ।গ্রেপ্তার ৪।মঙ্গলবার গভীর রাতে ফুলবাড়ি টোলগেট এলাকায় মহিষ ভর্তি কন্টিনার গাড়িটিকে আটক করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।গাড়ির ভিতর তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে এক এক করে মোট ৪৩টি মহিষ।এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করেছে ভারতীয় বিএসএফ জওয়ানরা।জানা গেছে বিহার থেকে ফুলবাড়ি হয়ে আসামের দিকে যাচ্ছিলো মহিষ বোঝাই কন্টেনারটি।এরপর নিয়ম মেনে মহিষ বোঝাই ট্রাক সহ অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।অপরদিকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা ৪ জন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়।ধৃতরা হলো শেখ মিরাজ,মোহাম্মদ রিজওয়ান,শেখ রমজান,এবং নাইমুউদ্দিন।

মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে কলাবাগান তৈরিতে ব্যাপক হারে দুর্নীতির অভিযোগ

গাজল ঃ গাজোল ব্লকের গাজোল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিকপুর এলাকার সাত জন বাসিন্দারা ২০১৮-১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়ন্ত্রতা প্রকল্পে কলা বাগানের উপভোক্তা ছিল তাদের নামে কলাবাগান প্রকল্প তৈরিতে প্রত্যেকের প্রকল্পে লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় কিন্তু ২০২১ সালে শুধুমাত্র দশটি করে বাস প্রকল্প একটি সাইনবোর্ড দেওয়া হয়। আর প্রকল্পের আর কোন কাজ হয়নি। যার ফলে আজও জমিতে সাইনবোর্ড লাগানো ওই অবস্থায় রয়েছে কাজের কাজ কিছু হয়নি। আর এখান থেকে উচ্ছে দুর্নীতির প্রশ্ন এর আকার কয়েক লক্ষ লক্ষ ট্টাকা দুর্নীতি উঠেছে তেমনি অভিযোগ স্থানীয়দের এই বিষয়ে রীতিমতো এলাকার বাসিন্দারা গাজল ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগও করেছে

জাতিসংঘের আদালতে গাজা গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু

জেনেভা ঃ ইসরায়েলকে গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে আর্জি জানিয়েছে সাউথ আফ্রিকা। নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত জাতিসংঘের এই শীর্ষ আদালতে শুরু হয়েছে গাজা গণহত্যা মামলার শুনানি।
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় গাজা উপত্যকায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরাইল, এমন অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করেছে সাউথ আফ্রিকা। দেশটির দাবি, গাজায় ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করছে ইসরায়েল। শুক্রবার এই অভিযোগের বিষয়ে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া শুনবে আদালত।
সাউথ আফ্রিকা অবশ্য শুরুতে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানে জরুরি স্থগিতাদেশ দেয়ার দাবি জানিয়েছে। গণহত্যার অভিযোগের মামলা শেষ হতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। উদ্বোধনী মন্তব্যে সাউথ আফ্রিকার প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন, ৭ অক্টোবর দক্ষিণ মলা, ইসরায়েলের বর্তমান কর্মকাণ্ডের সাফাই হতে পারে না। ৭ অক্টোবরের হামলায় ১১শ জনেরও বেশি ইসরায়েলি মারা যান, যাদের বেশিরভাগ ছিলেন বেসামরিক নাগরিক। এর প্রতিক্রিয়ায় গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ২৩ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছে হামাস নিয়ন্ত্রিক গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সামরিক ও বেসামরিক মৃত্যুর আলাদা হিসাব প্রকাশ করে না। তবে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া এই সংখ্যাকে নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে। সাউথ আফ্রিকার প্রতিনিধিরা বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘটিত কিছু কাজ জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশনের বিরুদ্ধে গেছে এবং সেই কাজগুলোকে ৭ অক্টোবরের হামলার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। সাউথ আফ্রিকার বিচারমন্ত্রী রোনাল্ড লামোলা বলেছেন, কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সশস্ত্র আক্রমণ যতই গুরুতর হোক না কেন...এই কনভেনশন (গণহত্যা কনভেনশন) লঙ্ঘনের যুক্তি হিসাবে সেটা দাঁড় করানো যেতে পারে না। সাউথ আফ্রিকার প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন, ইসরায়েল যে পরিমাণ বোমাবর্ষণ করেছে তা অভূতপূর্ব এবং গাজা উপত্যকাকে ইসরায়েল কার্যত বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। উভয় পক্ষের প্রতিবাদের মধ্যেই চলছে শুনানি।
ইসরায়েল এই গণহত্যার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং হামাসের পক্ষে শয়তানের উকিল হিসাবে কাজ করার অভিযোগ তুলেছে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। হামাসকে ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জার্মানিসহ অন্য অনেক দেশের সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ সব আন্তর্জাতিক আইন মেনেই পরিচালনা করা হচ্ছে। গাজা স্থায়ীভাবে দখল করা বা সেখান থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে ফেলার কোনো উদ্দেশ্য ইসরায়েলের নেই বলেও জানিয়েছিন তিনি।
নেতানিয়াহু বলেন, আমার লক্ষ্য গাজা থেকে হামাস সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা এবং আমাদের জিম্মিদের উদ্ধার করা।
তিনি বলেন, আইডিএফ (ইসরায়েলের সেনাবাহিনী) বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে, কিন্তু হামাস বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সেটা বাড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এদিকে সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা মামলা করার কারণটি 'নীতিগত' বলে বর্ণনা করেছেন।
বুধবার তিনি বলেন, ''গাজার জনগণের ওপর চলমান হত্যাকাণ্ডে আমাদের বিরোধিতা রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের আইসিজেতে যেতে বাধ্য করেছে।''
রামাফোসা বলেন, একসময় আমরা ক্ষমতাহীনতা, বৈষম্য, বর্ণবাদ এবং রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সহিংসতার তিক্ত ফল আস্বাদন করেছি। ইতিহাসের সঠিক পথে আমাদের অবস্থান থাকবে।''

অভিষেকের মামলার পর বিচারপতি বললেন, এত চুরি আগে দেখেছেন?

কলকাতা ঃ এবার খোদ বিচারপির বিরুদ্ধেই মামলা। আর মামলাকারী হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন অভিষেক।
অভিষেক সেই মামলায় বলেছেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আদালতের বাইরে মামলা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তাই তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হোক। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সব মামলা তার ও বিচারপতি অমৃতা সিনহার হাত থেকে নিয়ে নেয়া হোক। একটা বিশেষ বেঞ্চ গঠন করে সেখানে মামলাগুলো দেয়া হোক। আর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যেন বাইরে কোনো মন্তব্য না করেন, সেটা তাঁকে বলে দেয়া হোক।
মামলায় কী অভিযোগ করা হয়েছে?
বাংলা সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, এই মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আগের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি যেমন তোলা হয়েছে, তেমনই সম্প্রতি তিনি একটি অনুষ্ঠানে কিছু কথা বলেন, সেই উল্লেখও আছে। তাছাড়া তিনি অভিষেকের সম্পত্তির উৎস জানানোর বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন সেটাও বলা হয়েছে।
বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মিডিয়াকে বলেছিলেন, অভিষেক যদি তার সম্পত্তির বিবরণ দেন ও উৎস সম্পর্কে বলেন, তাহলে তিনি মীণাক্ষি মুখোপাধ্যায়সহ সমসাময়িক বিরোধী নেতাদেরও সম্পত্তির বিবরণ ও উৎস জানাতে বলবেন। তিনি এটাও বলেছিলেন, এরপর তো চোরেরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চুরি করে জীবীকা নির্বাহ করার দাবি জানাতে যাবেন।
রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে আইনজীবী ও

সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য ও সাবেক মন্ত্রী ও সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। মামলায় সেই বিষয়টিও আনা হয়েছে।
বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''বিচারপতিদের নামে মামলা হতে পারে না এমন নয়। হতেই পারে। তবে বিচারপতি হিসাবে তাদের একটা সংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকে। সেটা বাদ দিয়ে অন্য ক্ষেত্রে মামলা হতে পারে।''
মামলা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, ''দেখা যাক না কী দাঁড়ায়। সুপ্রিম কোর্ট মামলা নেয় কি না দেখি। বহু বিখ্যাত মানুষ. যারা কাজ করার চেষ্টা করেছেন, তাদেরকে টেনে নামানোর চেষ্টা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। এমনকী বিধবাবিবাহের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছিল।''
তিনি জানিয়েছেন, ''পরে এই বিষয়ে আমার বিশদ বলব। মামলা যে কেউ করতে পারে। কেউ বলতে পারে চাঁদ পেড়ে দাও। সবসময় আলো ও আঁধার থাকে। আমার মনে হয়, আমার কাজকর্মে ও কথাবার্তায় একটা শ্রেণি খুব বিপদে পড়ছে। একটা কথায় কর্তৃপক্ষ প্রভাবিত হয়ে যাবে, এ সব আষাঢ়ে গল্প।''
তিনি বলেছেন, ''সময় পাল্টাচ্ছে। আগে এত চুরিজোচ্চুরি দেখেছেন। চাকরি বিক্রি দেখেছেন? দেখেননি। টাকা নিয়ে এত চাকরি হচ্ছে।''
কী বলছেন আইনজীবীরা?
আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, ''মামলা হতেই পারে। যার সামর্থ্য আছে, সে বারবার করে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে। ওরা তো আগে গিয়ে বললেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিরুপ মন্তব্য করছেন। সুপ্রিম কোর্ট বললো, ঠিক আছে অন্য বিচারপতি মামলা শুনবেন। তিনি যখন কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তখন তার কাছ থেকে মামলা সরাবার কথা বলা হচ্ছে।''
বিকাশরঞ্জনের বক্তব্য, ''এভাবে বিচারপতিদের পরোক্ষভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমার ধারণা, প্রধান বিচারপতি এই আবেদন গ্রাহ্য করবে না। বিচারপতি কী বলবেন, তা কি কেউ ঠিক করে দিতে পারে? তদন্ত করলে সব তথ্য প্রকাশিত হবে বলে ওরা ভয় পাচ্ছে।''
আইনজীবী ফিরদৌস শামিম রিপাবলিক টিভিকে বলেছেন, ''বিচারপতির পরিবারের উপর আক্রমণ, তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনা আমরা আগে দেখেছি। আসলে কোনো কোনো পক্ষ বুঝতে পারছেন, তাদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাই এরকম করছে।''
সুদীপ্ত দাশগুপ্ত রিপাবলিককে বলেছেন, ''ওরা বারবার মামলা করছেন। কোনো রায় বিপক্ষে গেলে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ে, বিক্ষোভ দেখানো হয়। ওরা একাধিক বিচারপতি বদলের জন্য সুপ্রিম কোর্টে ছুটছেন। আসলে উনি ভয় পাচ্ছেন।''
বিচারপতিরা কি বাইরে কথা বলতে পারেন?
সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''আগেকার দিনে আদালতকক্ষের বাইরে বিচারপতিরা বিশেষ কিছু বলতেন না। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। তারাও নানা অনুষ্ঠানে যান। কথা বলেন। তারা কী বলবেন, কী বলবেন না, এই বিষয় নিয়ে কখনো কখনো বিতর্ক হতে আমরা আগে দেখেছি।''
শরদের মতে, ''বিচারপতিরা আদালতেও নানান পর্যবেক্ষণ করেন। সেসব রিপোর্টও করা হয়। অনেক সময় তাদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে রায় মেলেও না। ফলে পুরো বিষয়টাকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা উচিত। তবে এই বিষয়ে এখন সুপ্রিম কোর্ট কী বলে, সেটাই দেখার জন্য আগ্রহ থাকবে।''

ভুটানে ভোটে জিতলো শেরিং তোগবের দল

ভুটান ঃ শেরিং তোগবের পিডিপি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটে ৪৭ আসনের মধ্যে ৩০টিতে জয়ী হয়েছে। ১৭ আসন পেয়েছে বিটিপি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোগবের নেতৃত্বাধীন উদারপন্থি পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি(পিডিপি) ভুটানে আবার সরকার গঠন করছে। চীন ও ভারতের মধ্যে থাকা ছোট্ট, সুন্দর ও আট লাখ মানুষের দেশ ভুটান হ্যাপিনেস ইনডেক্সে শীর্ষে আছে। সেদেশের মানুষ আবার পিডিপির উপরই আস্থা রেখেছে। ১৭টি আসন জেতা বিটিপি নতুন দল। ২০২২ সালে সাবেক আমলা এই দল তৈরি করেছেন। ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই দল দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ভুটানে দুইটি পর্যায়ে ভোট হয়। প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া দুইটি দল দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্সে পোস্ট করা একটি বার্তায় বলেছেন, ''আমার বন্ধু শেরিং তোগবে ও তার পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি ভোটে জেতায় তাদের হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তার সঙ্গে আবার একযোগে কাজ করার মুখিয়ে আছি। আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার অনন্য বন্ধন রয়েছে।'' সূত্র জানাচ্ছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভোটের ফলে খুবই খুশি। কারণ, শেরিং তোগবে ভারতের বন্ধু বলে পরিচিত। ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তখন ভারতেও এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ভালো।

দুই মন্ত্রীর কীর্তি, কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবিতে চাঞ্চল্য

কলকাতা ঃ নিয়োগ দুর্নীতির একাধিক মামলার চার্জশিটে এক সাবেক মন্ত্রীর নাম। এক বর্তমান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধান কেনাবেচায় কমিশন নেয়ার অভিযোগ। প্রমাণসাপেক্ষ হলেও কেন্দ্রীয় সংস্থার এমন দাবি ঘিরে বিস্ময় জেগেছে। শুরু হয়েছে বিতর্ক। মন্ত্রীই দুর্নীতির মাথা? তৃণমূল কংগ্রেসের সাবেক মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। এই সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালতের সময়সীমা অনুযায়ী চলতি সপ্তাহে চার্জশিট দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। চারটি মামলার চার্জশিটেই নাম রয়েছে সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর। পার্থের ঘনিষ্ঠ এক আমলা, সাবেক শিক্ষাকর্তার নামও চার্জশিটে রয়েছ। সূত্রের খবর, একাধিক শিক্ষকের নামও রয়েছে তাতে। তবে কার্যত কিংপিন হিসেবে দেখানো হয়েছে পার্থকে। ২০২২ সালের জুলাইয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। তার বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি নগদ টাকা ও অলঙ্কার উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় তাকেও। চার্জশিটে নাম রয়েছে সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীরও। নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরি গিয়েছে তার কন্যার। মন্ত্রীর ঝুলিতে 'কমিশন'? কোনো কাজের বিনিময়ে অবৈধভাবে আদায় করা টাকাই 'কমিশন' বা 'কাটমানি'। কিন্তু সরাসরি মন্ত্রী কমিশন নিচ্ছেন, এই অভিযোগ একেবারে বিস্ফোরক। রেশন দুর্নীতির তদন্তে আদালতে ইডির দাবি, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ধান কেনাবেচা থেকে নিজেই কমিশন নিতেন। সমস্ত রাইস মিল মালিকদের এই কমিশন দিতে হত। প্রতি কুইন্টালে ২০ টাকা কমিশন নিতেন মন্ত্রী। রেশন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমান এবং তার রাইস মিলের কর্তাকে জেরা করে এ তথ্য জানা গিয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর যে পরিমাণ ধান কেনাবেচা হয়, তা টাকার অঙ্কে বিপুল। প্রতি কুইন্টালে কমিশন বাবদ মন্ত্রীর ঝুলিতে শয়ে শয়ে কোটি টাকা জমা পড়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর সাবেক পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্য রেশন দুর্নীতিতে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তার বিদেশ মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসা রয়েছে। অভিযোগ, শঙ্করের মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচার করেছেন জ্যোতিপ্রিয়। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর তৃণমূল কোনো ক্ষেত্রে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, কারো ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিয়েছে। পার্থের বিরুদ্ধে ঘাসফুল নেতৃত্ব পদক্ষেপ নিলেও এখনো মন্ত্রী রয়ে গিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। সরাসরি তার পক্ষে সওয়াল করেছেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই কথা বলা যায় অনুব্রত মণ্ডলের বিষয়ে। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সম্পাদক কয়লা ও গরু পাচার মামলায় তিহাড় জেলে বন্দি। তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপির নির্দেশে কেন্দ্রীয় সংস্থা ষড়যন্ত্র করছে। বেছে বেছে বিরোধী নেতাদের জেলে পুরছে। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের বিপুল সম্পত্তি, নগদ টাকা থেকে ব্যাঙ্কে মেয়াদি আমানত, অলঙ্কার থেকে জমিজমা কীভাবে হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুর্নীতির অভিযোগ আগেও বারবার উঠেছে। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে স্টিফেন হাউস কেনার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু তিনি খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। সম্পত্তি কিছুই ছিল না বলা চলে। কংগ্রেস আমলে সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে বামেরা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল। সে সব প্রমাণিত হয়নি। তিনি নিজের সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে ওয়াংচু কমিশন বসিয়েছিলেন। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধার্থশঙ্কর ব্যবস্থা নেন একাধিক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। গত শতকের আটের দশকে বাম শরিক আরএসপির নেতা ও তখনকার মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর সূত্রে বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারির কথা উঠে এসেছিল। বাম সরকার তাতে অস্বস্তিতে পড়ে। নয়ের দশকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার মুখে শোনা গিয়েছিল 'চোরেদের মন্ত্রিসভা' শব্দটি। এর পর মুখ খোলেন আর এক সিপিএম নেতা ও মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। তার ভাষায় বামেরা 'ঠিকাদারদের সরকার' চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তৃণমূলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে আরো ব্যাপক আকারে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বিমলশঙ্কর নন্দ বলেন, আগে দুর্নীতি ছিল ছোট আকারে, এখন তার পরিমাণ বেড়েছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজের সরকারের বিরুদ্ধে কমিশন বসিয়েছিলেন, আর এখন শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে মদত দেয়া হচ্ছে দুর্নীতিতে। নিচুতলায় আর্থিক নয়ছয় আগেও হয়েছে। তবে এই সরকারের আমলে তা একেবারে উঁচু মহল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। অনেকের মতে, এর ফলে দুর্নীতি সমাজে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে। যারা নীতির শিক্ষা দেবেন, তাদের নামও উঠে আসছে। নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে একাধিক শিক্ষকের নামও আছে বলে সূত্রের খবর। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক কিংকর অধিকারী ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমরা দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করছি ঠিকই। কিন্তু শিক্ষকরা যদি এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, সেটা দুঃখের। দোষী যারাই হোক, সকলেরই শাস্তি পাওয়া উচিত।

সম্পাদকীয়

যুদ্ধের দুই বছরে পুতিন যেভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এমন একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে ২০২৪ সাল শুরু করেছেন, যাঁকে দেখে মনে হয় রেসলিং ম্যাচে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলেছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ান বীরদের শিরোপা প্রদান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত পুতিনের নির্বাচনী প্রচারণায় মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। পুতিন বিশ্বাস করেন, এই সংঘাতের ফলাফল তাঁর পক্ষেই যাবে। পুতিনের অতি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই ইউক্রেন নয়। ক্রেমলিন মনে করে, রাশিয়া পশ্চিমা সামরিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক মহাকাব্যিক সমরে অবতীর্ণ। পশ্চিমাদের বাসনা মেটাতে গিয়ে ইউক্রেন তাদের যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বয়ানটি সত্যিকার অর্থে রাশিয়ার নেতারা বিশ্বাস করেন। এই বয়ান তাঁরা খুব সফলভাবে রাশিয়ার জনগণের ওপরও চাপিয়ে দিয়েছেন। ২০২৩ সালে রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি, তবে কোনো ভূখণ্ডও তারা হারায়নি। অন্যদিকে উচ্চ প্রত্যাশাজাগানো ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ বড় কোনো অর্জন এবং কৌশলগত অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছে। ক্রেমলিনের আনন্দের বড় উপলক্ষ এটি। রাশিয়ার অর্থনীতি ধসে পড়বে এবং পুতিনের জমানা অবসান হবেই এ রকম যে প্রত্যাশা অনেকে করেছিলেন, বাস্তবে সেটা ঘটেনি বরং সামরিক ব্যয় বাড়ার কারণে রাশিয়ার অর্থনীতিতে এমন সচলতা তৈরি হয়েছে, যেটা আগে দেখা যায়নি। রাশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৈশ্বিক জিডিপির গড় হারের চেয়ে দ্রুত বাড়ছে। এ সময়ে মজুরি বেড়েছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। রুশ অর্থনীতির এই অতি সচলতা উল্টো ফল বয়ে আনতে পারে, কিন্তু সেটা খুব শিগগির ঘটবে না এবং উল্টেপাল্টে দেওয়ার মতো কোনো বিপর্যয়ও হবে না। পুতিন সরকার এখন আগের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল। এই যুদ্ধ পুতিনকে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এবারের নববর্ষের আগেপরে রাশিয়া ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে। একের পর এক হামলা করে তারা ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ক্রেমলিন মনে করছে, এই হামলার মধ্য দিয়ে তারা ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দামি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিঃশেষিত করে ফেলতে পারবে। ভাগনার গ্রুপের সশস্ত্র বিদ্রোহ পশ্চিমা বিশ্লেষকদের অনেককে ব্যাপক উৎসাহ জুগিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ কোনো ফলই বয়ে আনতে পারেনি। এ নিবন্ধের লেখক তখন উৎসাহীদের এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ পুতিনকে মোটেই দুর্বল করেনি। ভবিষ্যতে পুতিন দুর্বল হবেন, সেই আলামতও দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমা অভিজাতদের পক্ষে এটা হজম করা কঠিন। যুদ্ধে আনন্দ পান, এমন পশ্চিমা নেতারা সামরিক সমাধানের জন্য চাপ দিয়ে চলেছেন। এতে সংঘাত বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। গত মাসে বেলজিয়াম সেনাবাহিনীর প্রধান মিশেল হফম্যান বলেন, রাশিয়া এখন মালদোভা ও বাল্টিক দেশগুলোকে আক্রমণ করতে চায়। হফম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দূত ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিক্কি হ্যালি ৫ জানুয়ারি টুইট করেন, রাশিয়া পোল্যান্ডে হামলা করতে চায়। এখন যুদ্ধ যেখানটাতে দাঁড়িয়ে, সেখানে যদি কোনো বন্দোবস্ত হয়, তাহলেও ইউক্রেনকে চড়া মূল্য দিতে হবে। ইউক্রেন তাদের ভূখণ্ড খুইয়েছে, ঘরবসতি ও অবকাঠামো চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখেছে, বিশাল অংশের ভূখণ্ড মাইন ও ক্লাস্টার বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ইউক্রেনের জনগণ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। তাঁদের হতাহতের সংখ্যাও অনেক, যা কিনা ইউক্রেন সরকার গোপন করে রাখতে চাইছে। দশকের পর দশক ধরে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়নি, সেই বিতর্কিত প্রশ্নগুলো এখন আবার সামনে চলে এসেছে। যুদ্ধটা কি এড়ানো যেত না? এক বছরের যুদ্ধসজ্জার পর কোন ঘটনা পুতিনকে সর্বাত্মক আগ্রাসনের পথে ঠেলে দিল? রাশিয়ার চাপের মুখে ভেঙে না পড়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে কে সাহস জোগালো?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে বলে মন্তব্য সভাপতি জেপি নাড্ডার

রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নয় বরং এটা ভারত তড়ো অন্যায় যাত্রা, ইন্ডি মিত্রজোটের মূল লক্ষ্য কালো টাকা বাঁচানো পরিবার বাঁচানো

সব্যসাচী শর্মা
প্রাবন্ধিক

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অসমে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডা। গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিজেপির কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে সভাপতি জেপি নাড্ডা করতাল বাজিয়ে নির্বাচনের শঙ্খ ধ্বনি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সভায় নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেছে। তাছাড়া কংগ্রেসের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনি বলেন রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নয় বরং এটা ভারত তড়ো অন্যায় যাত্রা। একই সঙ্গে ইন্ডি মিত্রজোটের মূল লক্ষ্য কালো টাকা বাঁচানো পরিবার বাঁচানো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ইতিমধ্যে দুই দিনের সফরসূচি নিয়ে মঙ্গলবার রাতেই রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বুধবার সকালে তিনি মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করেছেন। এরপর এদিন বিকেলে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া থেকে শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত হাজারের অধিক বাইক র‍্যালির মাধ্যমে তাকে নিয়ে আসেন বিজেপির কয়েক হাজার কর্মকর্তা সমর্থক। এই বাইক র‍্যালিতে যুব মোর্চার নেতাকর্মীর পাশাপাশি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সহ দলের বহু বিধায়ক অংশগ্রহণ করেছেন। শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আয়োজিত রাজ্য বিজেপির দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অসম সফরে এসেছেন। কার্য নির্বাহক বৈঠকের পর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে একই গাড়িতে রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে উপস্থিত হয়ে কোর কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজ্য বিজেপির কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন তার এই সফর ঘিরে সৃষ্টি হওয়া তরঙ্গ উপঙ্গ উৎসাহ দেখে তিনি আপ্লুত। এক্ষেত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করেছেন বলেও উল্লেখ করেন। কলা সংস্কৃতির এই জমিকে নমস্কার জানিয়ে নিজের ভাষণের শুরুতে শ্রীমন্ত শংকর দেব, ভূপেন হাজারিকার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন গোপীনাথ বরদলৈ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলা এবং অসমকে বাঁচিয়েছিলেন। এই দুইজন নেতা যদি কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে লড়াই না করতেন তাহলে আজ অসম এবং বাংলা বাংলাদেশের অঙ্গ হতো ভারতের বাইরে থাকতো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। এমনকি দেশের রাজনীতি পাল্টে গেছে, এর রূপ বদলে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডা বলেন কংগ্রেসের যতজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রত্যেকে নির্বাচনের সময় ম্যানুফেস্টো ছাপানো, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এরপর সরকার গঠন করা এবং বাকি সব ভুলে যাওয়া এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর কথা উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীতে নাড্ডা বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা উল্লেখ করে বলেন তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা পালন করেছেন কিনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। এটাই বিজেপি সরকার। মূলত বিজেপি সরকার রিপোর্ট কার্ড রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভিজন ডকুমেন্টে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সবকিছু পালন করা হয়। এমনকি যেটার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না সেটাও করে দেখান বিজেপি নেতারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বে বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক ন্যায় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংক্রান্তে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেওয়া আয়ুষ্মান ভারত, জল জীবন মিশন, পেট্রোকেমিক্যাল, জাতীয় সড়ক, সারা বিশ্বে ভারতীয় অর্থনৈতিক স্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেছেন।

জেপি নাড্ডা বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার অসম তথা উত্তরপূর্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ৬০ বার অসম সফর করেছেন। আলফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একই সঙ্গে বড়ো, কার্বি, ডিমাসা সমস্যা সমাধান করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৫০ বছরে যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের ১০ শতাংশ উত্তরপূর্বের জন্য বরাদ্দ করা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের রেলওয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে অসম সহ সারা উত্তর পূর্বে ব্যাপক কানেক্টিভিটি গড়ে তোলা করা হয়েছে। দশটি মেডিকেল কলেজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আরও ১৫ টি মেডিকেল কলেজের কাজ অব্যাহত রয়েছে। অসমে বৃহৎ ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে বলেও জানালেন তিনি।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন এই শুভ মুহূর্তে অশুভ কথা বলতে নেই। কিন্তু কংগ্রেসের কথা না বলে উপায় নেই। তিনি বলেন রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নয় বরং এটা ভারত তড়ো অন্যায় যাত্রা। কংগ্রেস নিজেদের শাসনকালে অনবরত অন্যায় করে গেছে। ভারতকে খন্ড বিখন্ড করার প্রচেষ্টা করেছে। জওহরলাল ইউনিভার্সিটিতে আফজাল হাম সরমিন্দা হে তেরে কাতিল জিন্দা হে, ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইত্যাদি স্লোগান দেওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। এর জন্য কংগ্রেস কখনো দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইনি। প্রধানমন্ত্রীকে চোর বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ওবিসি কে গালাগাল করেছেন তিনি। এরপরেও ন্যায় যাত্রার কথা বলেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ বার বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচিত সরকার ভঙ্গ করেছে। এরমধ্যে নেহেরু ৮ বার, ইন্দিরা গান্ধী ৫১ বার, রাজীব গান্ধী ৬ বার এবং মনমোহন সিং ১২ বার এটা করেছেন। ১৯৮৪ সালে দাঙ্গায় হাজার হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। তাছাড়া ইন্ডি মিত্র জোটের মূল লক্ষ্য কালো টাকা বাঁচানো পরিবার বাঁচানো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। নাড্ডা বলেন পরিবারের সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য ইন্ডি মিত্র জোট গঠন করা হয়েছে। এদের সঙ্গে ভারত দেশের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র তুষ্টি করণের রাজনীতি ছাড়া তারা কিছুই করেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন জেপি নাড্ডা। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে উপস্থিত হয়ে দলের কোর কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি রাজ্য বিজেপির যাবতীয় রণকৌশল এবং নির্বাচন কেন্দ্রিক পরিকল্পনা সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য আহরণ করার পর নিজস্বভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দলীয় সতীর্থরদের দিয়েছেন বলে জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু

সুনীল কুমার দে

চৈতন্য মহাপ্রভু এক অমর নাম,এক সন্মান,আদরের ও ভালোবাসার নাম।চৈতন্য মহাপ্রভু কোটি কোটি মানুষের ও ভক্তদের আরাধ্য দেবতার নাম।তাঁর আগেকার নাম ছিলো নিমাই।তাঁর শরীর ছিলো গৌর বর্ণ তাই অনেকেই তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গোরাচাঁদ বলেও ডাকতো।তিনি শচী মাতার আদরের নিমাই,জগন্নাথ মিশ্রের আদরের দুলাল নিমাই।নিমতলায় জন্ম নিয়েছিলেন দোল পূর্ণিমার দিনে।বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়তম গৌর হরি।তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ।রাধা ভাব নিয়ে মর্তে আগমন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন ও খুব পন্ডিত ছিলেন ,ছাত্রদেরকে টোলে শিক্ষা দিতেন তাই নিমাই পন্ডিত বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন।পশ্চিম বঙ্গের নবদ্বীপ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল।তিনি ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা।সারা বাংলাকে একদিন হরিনাম সংকীর্তনে মাতিয়ে দিয়ে ছিলেন।সেই সময় একদিকে তান্ত্রিকদের অনাচার ও অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সারা বাংলা।এই ঘোর সংকটে হয়েছিলো তাঁর আবির্ভাব।তিনি হরিনামের প্রচার করে হিন্দু জাতিকে বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করে ছিলেন।তিনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু জাতি ভেদ প্রথা মানতেন না।তিনি আচণ্ডলে প্রেম ও নাম দিয়েছিলেন।তাঁকে তাই আমরা ভগবানের অবতার রূপে পূজা করি।তিনি মনে মনে ভাবলেন এই হরিনাম কে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না,বাংলার বাইরেও প্রচার করতে হবে কিন্তু তার জন্য ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না।সংসার ছাড়তে হবে।কিন্তু ঘরে জোয়ান বউ আছে,গর্ভধারিনী মা আছে তাদের ত্যাগ করি কিভাবে।তাদের বিনা অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস নেবো কেমন করে।এ দিকে আবার বিরোধীরা সবাই বলা বলি করছে,,নিমাই পন্ডিতের সব ভণ্ডামি।এদিকে বলছে তৈল,মৎস্য ও নারী কে ত্যাগ না করলে হরিনাম করতে পারবে না আর ওদিকে ঘরে জোয়ান বউ এর সাথে ফুর্তি করছে।এরই মাঝখানে নিমাই পন্ডিত পিতৃ পুরুষের পিণ্ড দান করার জন্য গয়াতে গেলেন।গয়া থেকে ফেরার পর মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হলো।মনে মনে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন লোক শিক্ষার জন্য।একদিন মধ্য রাত্রে বউ বিষ্ণুপ্রিয়া ও মাতা শচীদেবী কে ছেড়ে গৃহ ত্যাগ করলেন।সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য গেলেন কেশব ভারতীর কাছে।কেশব ভারতী তাঁর শরীরে যৌবনের বাহার দেখে সন্দেহ করলেন সে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে পারবে কিনা বলে।নিমাই পন্ডিত বললেন,,,আপনি আমায় পরীক্ষা করতে পারেন।কেশব ভারতী তখন একমুঠো চিনি দিয়ে বললেন,, এই চিনি গুলোকে তুমি মুখে দাও আর কিছুক্ষণ পরে বের কর যেন একটি দানা ও না ভিজে।এইটি করে যদি তুমি দেখাতে পারো তাহলে ভাববো তুমি জিতেন্দ্রিয়।ইন্দ্রিয় তোমার অধীনে।তুমি সন্ন্যাসী হওয়ার যোগ্য।

কেশব ভারতীর কথা মতো তিনি তাই করলেন ও পরীক্ষায় পাশ করলেন।খুশি হয়ে কেশব ভারতী তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।নিমাই পন্ডিতের নুতন নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ওরফে চৈতন্যদেব।তারপর তিনি পুরো বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা কে হরিনাম সংকীর্তনে মাতিয়ে দিলেন ও হিন্দু ধর্মকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।শেষ জীবন টা তিনি পুরীতে কাটালেন।আজ হরিনাম সংকীর্তন শুধু ভারত বর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়,বিদেশে ও এর প্রচার প্রসার ঘটেছে।বিদেশের মানুষ ও আজ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হরিনাম করছে ও পরম শান্তি লাভ করছে।

হরিনাম সংকীর্তন সনাতন সংস্কৃতি যা আমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে।মহাপ্রভু এই ঝাড়িখন্ডের অর্থাৎ পরবর্তী কালে ঝাড়খন্ড পথ দিয়ে ওড়িষ্যার পুরি ধামে গেছিলেন।এই ঝাড়খন্ড ধন্য হয়েছে মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শে।তাই আমরা সবাই ঝাড়খন্ড বাসীরাও ধন্য যারা এখানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সবশেষে আমি আদিম ঝাড়খন্ড বৈষ্ণব বৈরাগী সমিতি ডোমজুড়ির সকল সদস্যদের প্রীতি,শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই তাঁরা চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গান প্রচারে ব্রতী হয়েছেন বলে।কলিযুগে নাম ছাড়া গতি নেই।হরিনাম ই হলো এই যুগে মুক্তি লাভের,শান্তি ও আনন্দ লাভের সহজ ও সরল উপায়।

সাময়িকী

রাশিয়ার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার এখনই সময়

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ
প্রাবন্ধিক

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তাণ্ডব চালিয়ে গেলেও ইউক্রেনের মানুষ ও তাদের মিত্ররা অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়ে যাচ্ছে। তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানোর প্রায় দুই বছর পর এখন এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, ইউক্রেনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও কিছু করার আছে এবং অবশ্যই তা করতে হবে।

জি৭ ভুক্ত দেশগুলোর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশ ইউক্রেনকে প্রথম থেকে অসাধারণ উদারতার সঙ্গে সমর্থন দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন সেই সমর্থন কোনো কোনো মহলের উৎসাহের কারণে ভাটা দেখা যাচ্ছে। আর রাশিয়া এটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) ইউক্রেনকে গত ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ হাজার কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমাদের জব্দ করা রুশ সম্পদ ও তহবিল বাজেয়াপ্ত করার ধারণাটি আবার সামনে আসছে। রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করার পর দেশটির যে তহবিল স্থগিত (ফ্রিজ) করা হয়েছে, সে তহবিল বাজেয়াপ্ত করে ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়াটাই হবে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একটি সম্ভাব্য সমাধান। রুশ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলে তা ইউক্রেনের মনোবল এবং আর্থিক অবস্থাকে চাঙা করবে। কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আটলান্টিকের উভয় পারের দেশগুলোর নীতিনির্ধারকেরা ভাবনায় পড়ে গেছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বলেছে, শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, এ ধরনের নজির স্থাপন করা হলে তা অন্যান্য দেশকে চিন্তায় ফেলে দেবে এবং তারা তাদের তহবিল নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভে জমা রাখা বা ডলারে তহবিল গঠন করা থেকে বিরত থাকার কথা ভাববে। কিন্তু ভবিষ্যতে তহবিল বাজেয়াপ্তের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে অন্য সরকারগুলো ইতস্তত করবে বলে যে আশঙ্কা মার্কিন কর্মকর্তাদের মনে কাজ করছে, সেখানে কয়েকটি মূল বিষয় উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। যেমন রাশিয়ার সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ অন্য দেশগুলোর সম্পদের ওপর প্রভাব ফেলবে না। বড় কোনো যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে না, এমন দেশগুলোকে দেওয়া মার্কিন প্রণোদনায়ও কোনো অদলবদল আনা হবে না। উপরন্তু, রাশিয়ার স্থগিত করে রাখা তহবিল বাজেয়াপ্ত না করার মাধ্যমে পশ্চিমের দেশগুলো প্রকারান্তরে এই বার্তা দিচ্ছে যে নৃশংস আগ্রাসন চালানো দেশগুলো চাইলেই আন্তর্জাতিক আইন ভাঙতে পারে এবং কৃতকর্মের জন্য তাদের কোনো ফল ভোগ করতে হয় না।

তাই জি৭ নেতাদের যে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া উচিত, তা হলো কোনো দেশকেই এই সুযোগ দেওয়া হবে না। স্থগিত রুশ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হলে অন্য বেপরোয়া খারাপ শক্তিগুলো আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনে ভয় পাবে। এতে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে। রাশিয়ার তহবিলের সম্ভাব্য বাজেয়াপ্তকরণ যদি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে ইচ্ছুক অন্যান্য দেশকে সত্যি সত্যি বিচলিত করত, তাহলে তার প্রভাব ২০২২ সালে রাশিয়ার তহবিল স্থগিত করে দেওয়ার পর পরই দৃশ্যমান হতো। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে বাইরের কোনো দেশই তাদের টাকা তুলে নেয়নি। এর একটি বড় কারণ হলো বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক ব্যবস্থার নিরাপদ বিকল্প খুব কমই আছে। ধরে নিলাম, নানা দেশের সরকার যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ অথবা জাপানে তাদের সম্পদ গচ্ছিত রাখতে ভয় পাচ্ছে। তাহলে তাদের সামনে বিকল্প কী ব্যবস্থা আছে? এমনকি যদি তারা তাদের পুঁজি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকেও, তাহলেও কি তারা দেশের অভ্যন্তরে অর্থ রাখবে? উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনের প্রতিষ্ঠানগুলো কি নিজ দেশে তহবিল জমানোর বিষয়ে নিরাপদ বোধ করবে? বরং 'দুর্বৃত্ত' দেশগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ জমা না (যাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য) করে, তাহলে ইউরোপ ও জাপানের প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর লাভ করতে পারবে।

জানা অজানা

চৌডল কেনার ভিড় নেই, আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঐতিহ্য হারাছে পুরুলিয়ায়

সুধীর

পুরুলিয়া ঃ টুসু পরবের দোর গোড়ায় পৌঁছেও চৌডল কেনার ভীড় নেই । আগে মকর পরবের আগে থেকেই জমে উঠতো হাট বাজারে মহিলাদের ভীড়। এখন নেই তেমন ভীড়, নেই উন্মাদনা। এই ছবি দেখা যাচ্ছে ঝালদা থেকে বাঘমুন্ডি পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর অব্দি। আধুনিক যুগে শিক্ষিত সমাজ ও মোবাইলের নেশায় টুসু পরব এর কদর কমছে যুবা পিড়িদের কাছে। হাতে গোনা কয়েকটা টুসু মাত্র হাট বাজারে নজরে পড়ছে। এবিষয়ে ঝালদা হাটে চৌডল কিনতে আসা টুসু কমিটি গুলো জানান এক সময় ঝালদা হাটে চৌডল বিক্রি হতো প্রচুর । কিন্তু এখন আর সেরকম বিক্রি হচ্ছে না। হাটে টুসু নিতে এসে দেখি হাতে গোনা কয়েকটা টুসু ।আধুনিক যুগের ছেলে মেয়েরা মোবাইলে ব্যস্ত। স্থানীয় সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে । আমরা সংস্কৃতি রক্ষায় টুসু নিতে এসেও হতাশ । আমরা ধুমধাম সহকার টুসু পরব করে আসছি পূর্বপুরুষ ধরে । মানভূমের সব থেকে বড়ো পরব এই টুসু পরব । এক মাস ধরে চলে গ্রামে গ্রামে টুসুর আরাধনা ও এক মাস পর ধুমধামে মকর সংক্রান্তির দিন টুসু বিসর্জন করা হয় । কিন্তু এখন তাঁর উল্টো পূরণ শুরু হয়েছে।

পাঠকের চিঠি

চাওয়াটুকু চেষ্টায় পূরণ হোক

যার সঙ্গে সময় কাটাবেন, যার আশপাশে থাকবেন, একসময় আপনিও সেতে পরিণত হবেন। সে ভালো মানুষ হলে, সেটা ভালো পরিবেশ হলে আপনিও ভালো হবেন। সে মন্দ হলে, আপনিও তাই হবেন। পরিবেশের সঙ্গ আপনাকে এতোবেশি প্রভাবিত করতে পারে যা অন্য কিছুতেই পারে না। তাইতো সন্তানরা বাবামায়ের বৈশিষ্ট্য পায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের স্বভাব পায় এবং কর্মীরা নেতার চরিত্র পায়। আপনি কী রকম সেটা আপনার চারপাশ দেখেই বলে দেওয়া যায়। আপনি কীভাবে কথা বলেন, আপনি কেমন আচরণ করেন, এগুলো দ্বারাই জানা যায়, আপনি কাদের সঙ্গে চলেন এবং কোথায় মেশেন। ভালো থেকে ভালো কিছু পেতে সাধনা করতে হয় কিন্তু মন্দ থেকে মন্দ এসে আপনাআপনি চেপে বসে। সুতরাং সঙ্গী, শিক্ষক এবং নেতা যাচাইবাছাই করে নির্বাচন ও গ্রহণ করা দরকার। যে কাউকে বন্ধু বানানো ঠিক নয়। যারা বিপথগামী তাদের থেকে দূরত্বে থাকাই কাম্য। আপনি কাদের সঙ্গে সুসঙ্গ রাখেন সেটা দ্বারাই নির্ধারিত হবে আপনি মরার আগেই মরে যাচ্ছেন নাকি মরার পরেও বেঁচে থাকছেন! যদি এমন কারো সঙ্গে মিশতে বাধ্য হতে হন, যাদের থেকে গ্রহণ করার কিছু নাই তবে তাদের থেকে যে সকল আচরণ আপনি ঘৃণা করেন সেগুলো নিজের থেকে দূর করতে শিখুন। মানুষের হৃদয়ে ভালোবেসে একটু জায়গা পাওয়ার মাঝেই মানবজীবনের তামাম কৃতিত্ব ও সফলতা নির্ভর করে। বইয়ের সঙ্গে একটু একটু সময় কাটান। শত্রু কমে যাবে এবং মনের অনেক বন্ধ দরজা খুলে যাবে। অতীতের সঙ্গে কথা বললে, অতীতকে প্রশ্ন করলে পাপ কমে যায়। আপনি কারো সঙ্গে মিশে যদি মানুষকে গালি দেওয়া শিখেন, মানুষকে ঠকানোর কৌশল জানেন তবে সেই সময়টুকুর জন্য আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কারো কাছ থেকে শিখতে হলে মানুষকে ভালোবাসার উপায় জানুন, মানুষকে হৃদয়ে ধারণ করার পদ্ধতি শিখুন। কারো ক্ষতি করা, কাউকে ঠকানো, এসবে সাময়িক লাভ দেখতে পারেন কিন্তু ক্ষতিই যখন নেশা হয়ে যাবে তখন কেউ আপনাকে আর মানুষ বলবে না। কাজে সঙ্গী নির্বাচনে বিবেকবিবেচক হোন। মোহ এবং আবেগ দূরে রেখে বাস্তবতার নিরিখে আশপাশের বিচার করে তবেই সেখানে জড়ান। আপন মানুষ খুঁজুন। কয়েকজন ভালো বন্ধু, একদু'জন ভালো শিক্ষক, একজন আদর্শিক নেতা আপনাকে মহৎ মানুষে পরিণত করতে পারে। বিশ্বস্ত ও উপকারী বন্ধুর চেয়ে পরম পাওয়া মানবজীবনে আর কিছুতেই নাই।

রাজু, রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আসছে মকর দুদিন সবুর কর,তোরা পিঠা পুলি যোগাড় কর

সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ আমাদের দেশ উৎসবের দেশ।বার মাসে তেরো পার্বন লেগেই আছে। মকর সংক্রান্তি আমাদের ভারতের একটি বিশেষ পরব যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাবে পালন করা হয়ে থাকে।কোথাও পঙ্গল, কোথাও মকর পরব কোথাও টুসু পরব হিসাবে প্রচলিত আছে।পৌষ মাসের সংক্রান্তি তে এই উৎসব পালিত হয়।এই উৎসবের পিছনে অনেক কথা ও কাহিনী প্রচলিত আছে।এই সংক্রান্তি তে সূর্য্য মকর রেখাতে প্রবেশ করে ও শীতের প্রকোপ কমতে থাকে।এই মকর সংক্রান্তি দিনে ভগীরথ মা গঙ্গা কে মর্ত্য ধামে এনেছিলেন অভিশপ্ত সাগর বংশকে উদ্ধার করার জন্য কপিল মুনির আশ্রমে যা গঙ্গা সাগর নামে খ্যাত।মা গঙ্গার বাহন হলো মকর অর্থাৎ কুম্ভীর।গঙ্গা কে মকর বাহিনী বলা হয়।মকর সংক্রান্তি শব্দ টি মকর বাহিনী মা গঙ্গা থেকে এসেছে।আমাদের ঝাড়খন্ডে মকর সংক্রান্তি টুসু পরব নামে খ্যাত।টুসু মা গঙ্গারই প্রতীক।এই টুসু পরবে টুসু পূজা করা হয়।টুসু মেলা হয়,প্রতিযোগিতা হয়,টুসু গান হয়।আগে গ্রামে গ্রামে শোনা যেতো এই টুসু গান, আসছে মকর দুদিন সবুর কর,তোরা পিঠে পুলি যোগাড় কর।অথবা তোর টুসু নাক কাটা পিয়াজ ভাজা তোরা যতই সাজা।অথবা নমো নমো মকর বাহিনী,নমো বিশ্ব জননী।গ্রামে গ্রামে মাদল বাজতো , টুসু গান হতো, রাত্রি জাগরন হতো।আজ আধুনিকতার চাপে এই পুরানো সংস্কৃতি মৃত্যুর প্রহর গুনছে।সংক্রান্তির আগের দিনকে বাউরি বলে,সেদিন প্রতি ঘরে ঘরে ঘুড় পিঠা ও ডুমু পিঠা তৈরি হয়।তার আগের দিন কে চাল ধোয়া বলে সেদিন চালের গুড়ি কুটা হয়।আগেকার দিনে ঢেকিতে চালের গুড়ি কুটা হতো।আজকাল টেঁকি দেখতে পাওয়া যায় না তাই মিশিনে এই কাজ করা হয়।সংক্রান্তি দিনে পুকুরে কিংবা নদীতে সকাল সকাল চান করে,নুতন জামা কাপড় পরে সবাই।কেউ কেউ আবার পুকুর থেকে হরিনাম করতে করতে আসে।একে মকর আনা বলা হয়।তারপর বাড়িতে এসে সবাই মিলে পিঠে পুলি খায়।তারপরের দিন থেকে গ্রামে গ্রামে টুসু মেলা শুরু হয়ে যায়।এই টুসু মেলা প্রায় এক মাস ধরে চলে। মকর সংক্রান্তি ও টুসু পরব উপলক্ষে সকল ভাই বোনদের জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। নিজেদের সংস্কৃতি,পরম্পরা ও উৎসব অনুষ্ঠান গুলো কে বাঁচিয়ে রাখুন কারন ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়েই মানুষের পরিচিতি।উৎসব আমাদের জীবন কে গতিশীল করে,প্রেম,ভালোবাসা ও একতার বন্ধন কে শক্ত করে।

অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তন করা হবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

আসন্ন বাজেট অধিবেশনে বরপেটা, মাজুলী এবং বটদ্রবা প্রোটেকটেড বেল্ট কিংবা ব্লকের অধীনে আনার বিল সরকারের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দুই দিনের রাজ্য সফরে আসা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডা গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠেয় দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। মূলত
আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অসম সফরে এসেছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দলের সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়েছেন। এর জন্য ধন্যবাদের পাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইভাবে এবার অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তন করা হবে। তবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সময়সীমার কথা উল্লেখ করেননি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি শুধু বলেছেন রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রবর্তন করা হবে। অন্যদিকে আসন্ন বাজেট অধিবেশনে বরপেটা, মাজুলী এবং বটদ্রবার সম্মানের প্রতীকগুলো সুরক্ষিত করার স্বার্থে এই তিন এলাকা প্রোটেকটেড বেল্ট কিংবা ব্লকে রূপান্তর করা হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বাজেট অধিবেশনে বিল উত্থাপন করবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আগামী ২২ জানুয়ারি অসমের প্রত্যেক বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অসমে একগুচ্ছ কার্যসূচির ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠেয় বিজেপির কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডা। আযোজিত এই আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অসমে একগুচ্ছ কার্যসূচির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই উপলক্ষে আগামী ২২ জানুয়ারি অসমের প্রতিটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০২৪ সালটি প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ এই বছরের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। ৫০০ বছর ধরে গোলামীর শৃংখল ভেঙ্গে অবশেষে এই দিনে রাম মন্দিরে ভগবান রাম প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে ২২ জানুয়ারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এই দিনটি চিরস্মরণীয় করে রাখতে রাজ্যের প্রত্যেক বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যবাসী এই উৎসব যেন অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় উদযাপন করেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবান শ্রী রামের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করার জন্য রাজ্যের প্রতিজন ব্যক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে অযোধ্যায় রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ধর্মীয় স্থানে স্বচ্ছ ভারত পালন করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ধর্মীয় স্থানে স্বচ্ছতা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এক অভিযান চালানো হবে। এক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া ২০ জানুয়ারি নামঘরে ভাদ্র মাসের নাম কীর্তন ফের একবার করা হবে। মূলত ভগবান রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিটি নামঘরে এই নাম কীর্তনের আযোজন করা হবে। তাছাড়া ২১ জানুয়ারি ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার বিশেষ কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হবে। অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্তে যাবতীয় কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

নিবর্তমান প্রমুখ অমলা মুর্মু তার সমর্থকদের নিয়ে ডিসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খারসনা জেলার চান্ডিল ব্লকের নিবর্তমান প্রমুখ অমলা মুর্মু বৃহস্পতিবার চান্ডিলের একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের আযোজন করেন এবং বলেন যে ২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমি চান্ডিল ব্লকের ভাদুডিহ পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। এরপর চান্ডিল ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমি চান্ডিল ব্লক প্রধান পদে নির্বাচিত হয়েছি। আমার জাত শংসাপত্র এবং আমার মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গে থাকার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গুরুপদ হাঁসদা সেরায়কেলা ডিসি সহ জেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। এরই আওতায় আমার প্রমুখের পদ বাতিল করেছেন সরায়কেলার ডিসি। অমলা মুর্মু বলেন যে ডিসির আদেশের বিরুদ্ধে, সিনিয়র অ্যাডভোকেট আরএসপি সিনহার মাধ্যমে ঝাড়খণ্ডের মাননীয় হাইকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। প্রায় আট মাস ধরে বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখে এবং উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনে হাইকোর্ট আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ২২ নভেম্বর, ২০২৩এ, মাননীয় হাইকোর্ট অমলা মুর্মুর পক্ষে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে তার প্রমুখ পদ বাতিল করার জন্য কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই। হাইকোর্টের রায়ের পর হাইকোর্টের আদেশপত্র পাঠানো হয়েছে সরায়কেলার ডিসির কাছে। এছাড়া দুই মাস পার হলেও প্রমুখ পদের দায়িত্ব দেননি সেরাইকেলার ডিসি। যার জেরে তাঁর সমর্থক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে সেরাইকেলা খরসওয়ান জেলার জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা হবে। এখন খুব শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে STSC হয়রানি এবং আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে। প্রযোজনে আমরা বিষয়টি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাব। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিবর্তমান প্রমুখ অমলা মুর্মু, ভারপ্রাপ্ত প্রমুখ রামকৃষ্ণ মাহাতো, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রিঙ্কি গাঙ্গুলী, উর্মিলা দেবী, মমতা মাহাতো, চিন্তামণি মাহলি, মাধবী সিং, আরতি মাহাতো, প্রদীপ ওরাওঁ, পরীক্ষিত মাহাতো, বাহাদুর কুমহার প্রমুখ।

টুকরো খবর

বরাক এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে মিলনের সেতু সর্বদা বজায় থাকবে, বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসা নিশ্চিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অপপ্রচার, ষড়যন্ত্রের ফলে বিজেপির রাজনৈতিক প্রত্যাবান রয়েছে এবং সাধারণ জনতার আশীর্বাদও রয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডার হাত ধরে অবশেষে রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভা নির্বাচনের জন্য ময়দানে নেমেছে বিজেপি। গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠেয় দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন দুই দিনের রাজ্য সফরে আসা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তবে রাজ্য বিজেপির কার্য নির্বাহক বৈঠকে উপস্থিত থেকে সর্বভারতীয় সভাপতি অসমের নেতাকর্মীদের যথেষ্ট সম্মান জানিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন দলের প্রতিজন নেতাকর্মী একত্রিত হয়ে ভারতকে এক উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে হবে। ভারত মাতা এবং অসম মাতা এই দুই মাতৃকে সুরক্ষিত করে রাখতে প্রত্যেককে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা বর্ণের ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে ঐক্যতার সঙ্গে অসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হাতে হাত বাড়িয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভাব এবং মিলনের মতো বরাক ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে মিলনের সেতু সর্বদা বজায় থাকবে। বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী আসনে বসা নিশ্চিত বলে উল্লেখ করে তিনি রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা আসন প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে দলের গুরুত্বপূর্ণ কার্য নির্বাহক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতি বৈঠকে তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। দলের সভাপতিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে রাজ্য বিজেপি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং সভাপতি জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে ২০২২ সালে ত্রিপুরা নির্বাচন জয়লাভ করেছে বিজেপি। ২০২৩ সালে মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ছত্রিশগড়ে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে বিজেপি। ফলে এক্ষেত্রে দলের সভাপতিকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান তিনি। ২০২৪ সালে এই একই বিজেপির নেতৃত্ব রয়েছে আদর্শ রয়েছে লক্ষ্য রয়েছে। ফলে নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসা নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন নরেন্দ্র মোদি শুধুমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তিনি বর্তমান সারা বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা। ফলে আগলি বার ৪০০ কে পার এই স্লোগানটি কার্যকরী হয়ে বিজেপির নামে ৪০০ এর অধিক আসন নিশ্চিত হয়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসম উত্তরপূর্বের একটি রাজ্য। সারা উত্তরপূর্ব মিলে মোট ২৫ টি লোকসভা আসন রয়েছে। অসমে আসনের সংখ্যার ১৪ টি। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নয়টি আসনে জয়লাভ করেছিল। এবার অধিক থেকে অধিক আসন বিজেপির স্বপক্ষে এনে মোদির জয়যাত্রায় সহযোগিতা করবে অসম। এর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরো অধিক শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে ভোট পর্যায়ে তৎপরতা বৃদ্ধির প্রযোজনীয়তা রয়েছে। গত ছয় মাসে বিটিআর, দরং, ওদালগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এভাবেই রাজ্যে বিজেপির বিজয় রথ অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে তথা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ডিলিমিটেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে অসমে ১০৬ টি আসন ভূমিপুত্রদের জন্য সুরক্ষিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের শাসনে আসার সময় তিনি ভূমিপুত্রদের রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশেষে বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মিলে মোট ১০৬ টি আসনে ভূমিপুত্রদের সুরক্ষিত করা গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া আলফার সঙ্গে সরকারের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি রয়েছে রাজ্যে ভবিষ্যতের যেকোনো সময়ের ডিলিমিটেশনে ২০২৩ সালে নেওয়া পদ্ধতি হিসেবে ডিলিমিটেশন হবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে অবাধ ভাবে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এরপরে অসমের ভূমিপুত্রদের ভবিষ্যৎ ৫০ বছরের জন্য সুরক্ষিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অসম বর্তমান এক অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ২৫ টি মেডিকেল কলেজ, এইমস, ব্রহ্মপুত্রের উপরে চারটি সেতু, মাজুলীর সঙ্গে যোরহাট এবং লক্ষীমপুরের সংযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় এক লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিপরীতে তিন বছরের মধ্যে ৯০ হাজার সরকারি চাকরি দিতে সক্ষম হয়েছে সরকার। তাছাড়া ৪০ হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হচ্ছে। মিশন বসুন্ধরার মাধ্যমে তিন লক্ষ ব্যক্তির জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ জাতি উপজাতি এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় রাজ্যে দেড় লক্ষ মামলা রজ্জু হওয়ার বিপরীতে বর্তমানে সংখ্যা ৬০ হাজারে নেমে গেছে। অসমে বর্তমান শান্তির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ২ লক্ষ যুবককে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তৎপরতা শুরু করেছে সরকার। মহিলাদের ব্যাংকের ঋণ রেহাই দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মধ্যপ্রদেশের তুলনায় অসম ছোট রাজ্য। মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৩ লক্ষ ব্যক্তিদের ঘর বন্টন করা হয়েছে। কিন্তু অসমে একদিনে ৬ লক্ষ ব্যক্তিদের পিএমজেএসওয়াই এর অধীনে ঘর বন্টনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার মাধ্যমে এই ঘর বন্টনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ৩০ লক্ষ পরিবারকে আয়ুস্মান কার্ড বিতরণ করা হয়েছে কিংবা প্রক্রিয়া চলছে। সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের নতুন করে ঘরোয়া ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রথম বছর ১০০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ২৫ হাজার টাকা যেখানে ১২৫০০ টাকা সাবসিডি থাকবে, তৃতীয় বছরের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অতি শীঘ্র এই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে সরকার ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এবার অসমকে উদ্যোগী করনের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এই সংক্রান্ত জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যের জন্য খুশির খবর আসার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের জিডিপি বর্তমান সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। ২০২৬ সালের সেটা ১০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ভারত যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অসম সেইভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। সারা ভারতে সর্বপ্রথম উত্তর পূর্বে অরুণোদয় হয়ে থাকে। এবার সেটা সারা ভারতে হবে। বিজেপির জন্য রাজনৈতিক প্রত্যাবান রয়েছে। তবে একই সঙ্গে দলটির উপর সাধারণ মানুষের আশীর্বাদও আছে। তবে কিছু লোক রয়েছে যারা অপপ্রচার করতে চান। অসমকে অশান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে এই একাংশ ব্যক্তির। রাজ্যকে ফের একবার আন্দোলন মুখী করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। তবে এই ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকবে। কিন্তু গত তিন বছর ধরে যেভাবে রাজ্যে কোনো ধরনের আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। ঠিক সেই ভাবে অসমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে দলের কার্যকর্তারা যথেষ্ট তৎপরতা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দলকে উজ্জ্বল রূপে প্রতিষ্ঠা করে একই সঙ্গে অসমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মত মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ভাইয়ের বিয়ে খেয়ে হেলিকপ্টারে খেলতে যাবেন ওয়ার্নার

সিডনি ঃ টেস্টের সঙ্গে ওয়ানডে ক্রিকেটকেও বিদায় বলে দেওয়া, তাঁর জায়গায় সম্ভাব্য নতুন ওপেনার নিয়ে সাবেক-বর্তমানদের মন্তব্য, অবসরের পর ২ হাজার পৃষ্ঠার আত্মজীবনী নিয়ে আসার ঘোষণা-সব মিলিয়ে কিছুদিন ধরে ক্রিকেটবিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত নাম ডেভিড ওয়ার্নার। সেসবের রেশ থাকতেই ওয়ার্নার এবার আলোচনায় নতুন এক কারণে। আগামীকাল শুক্রবার ওয়ার্নারের ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। কালই আবার বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডারের হয়ে খেলার কথা তাঁর। ৩৭ বছর বয়সী ওপেনার একই দিনে দুই জায়গায়ই থাকবেন। সে জন্য ভাইয়ের বিয়ের আসর থেকে সরাসরি হেলিকপ্টারে করে মাঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আগামীকাল উত্তর সিডনি হান্টার ভ্যালি এলাকায় ওয়ার্নারের ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। আর দুই নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী সিডনি সিক্সার্স ও সিডনি থান্ডারের মধ্যকার ম্যাচ (সিডনি স্ম্যাশ নামে পরিচিত) হবে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি)। বিখ্যাত এই ক্রিকেট ভেন্যুর অবস্থান পূর্ব সিডনির মুর পার্ক এলাকায়। হান্টার ভ্যালি থেকে মুর পার্কের দূরত্ব প্রায় ২৫৫ কিলোমিটার, সড়কপথে যেতে সময় লাগে সোয়া ৩ ঘণ্টার মতো। সড়কপথে এতক্ষণ ভ্রমণ করেই খেলতে নামা যে কারও পক্ষেই কঠিন। সে কারণে ওয়ার্নার বেছে নিয়েছেন আকাশপথ। ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে হান্টার ভ্যালির পার্শ্ববর্তী চেসনক বিমানবন্দরে যাবেন ওয়ার্নার। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে তাঁর মাঠে পৌঁছাতে লাগবে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট।

ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো ও অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম নিউজ ডটকমডটএইউ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে সিডনি থান্ডারের মাঠ আলিয়াঞ্জ স্টেডিয়ামে হেলিকপ্টার

নিয়ে অবতরণের কথা ছিল ওয়ার্নারের। পরে তা বদলে প্রতিপক্ষ সিডনি সিক্সার্সের মাঠ ও ম্যাচের ভেন্যু এসসিজিতে অবতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত শনিবার এসসিজিতেই টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ ইনিংস খেলেছেন ওয়ার্নার। সেদিন মাঠের যে জায়গায় 'ধন্যবাদ ডেভি' লেখা ছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই হেলিকপ্টারটির অবতরণ করার কথা।

আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে সিডনি সিক্সার্স-সিডনি থান্ডার ম্যাচ শুরু হবে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ওয়ার্নার হেলিকপ্টার থেকে মাঠে নামবেন দুপুর ১২টায়। এবারের বিগ ব্যাশ মৌসুমে এটিই হতে যাচ্ছে ওয়ার্নারের প্রথম ম্যাচ। ওয়ার্নারের খেলার খবরে ম্যাচের সব টিকিট এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

ওয়ার্নারকে সিডনি থান্ডার দলে পেতে চলার খবরে উচ্ছ্বসিত তাঁর সতীর্থ গুরিন্দার সান্ধু। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দলে খেলার জন্য তাঁকে অনেক উদ্যম দেখাতে হচ্ছে। তাঁকে পেয়ে আমাদেরও ভালো লাগবে। গত বছর তাঁর উপস্থিতি আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার ছিল। এটা ঠিক যে তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী রান করতে পারেননি। কিন্তু আমাদের যেসব জ্ঞানের কথা বলেছেন, তা অনেক কাজে দিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা তাঁর খেলা উপভোগ করে।'

হেলিকপ্টার নিয়ে মাঠে আসার খবর শুনে অস্ট্রেলিয়া দলে ওয়ার্নারের সতীর্থ ও আগামীকালের ম্যাচের প্রতিপক্ষ শন অ্যাবট বেশ মজা করেছেন, 'সে কিছুটা হলিউড তারকাদের মতো। ডেভি এ রকমই, তাই না? আজ আমি একটা লাইমবাইক (ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল) নিয়ে এসেছি। ডেভি কাল যখন হেলিকপ্টার নিয়ে মাঠে নামবে, আমিও সে সময় বাইক নিয়ে মাঠে ঢুকব।'

কোহলিকে চেনেন না রোনালদো

লন্ডনঃ বিরাট কোহলি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাথলেটদের একজন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে অনুসারীর সংখ্যা ২৫ কোটি পেরিয়েছে কোহলির। এখন অনুসারীর সংখ্যা ২৬ কোটি ৫০ লাখ। ইনস্টাগ্রামে ক্রিকেটারদের মধ্যে কোহলির অনুসারীই সবচেয়ে বেশি, সব মিলিয়ে অ্যাথলেটদের মধ্যে অনুসারীর সংখ্যায় কোহলি আছেন শীর্ষ পাঁচেই। গত বছর আগস্টে ইনস্টাগ্রাম শিডিউলিং টুল হপার এইচকিউ একটি তালিকা করেছিল অভ্যন্তরীণ এবং উন্মুক্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে করা সেই তালিকা অনুযায়ী গত বছর ক্রিকেটার তো বটেই, ভারতীয়দের মধ্যেই ইনস্টাগ্রামের প্রতি পোস্ট থেকেও সবচেয়ে বেশি আয় ছিল কোহলির। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খেলাধুলার জগতে কোহলির মতো জনপ্রিয় তারকা যে খুব বেশি নেই, তা বলাই যায়। এর পাশাপাশি আরেকটি সম্পূরক তথ্যও জানিয়ে রাখা ভালো গত ডিসেম্বরে একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল গুগল। গত ২৫ বছরে যে তারকাদের সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে, সেসব তারকার তালিকা। আর এ তালিকায় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে কোহলিকে। কোহলি জনপ্রিয়, তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে রোনালদো ঠিক ভারতীয় ক্রিকেট তারকাকে চেনেন না। এই রোনালদো অবশ্য পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নন। তিনি জোসে মরিনিওর 'আসল রোনালদো' ব্রাজিলের হয়ে দুবার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি রোনালদো লুইস নাজারিও দি লিমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ গতকাল একটি ভিডিও পোস্ট করেন জনপ্রিয় ইউটিউবার স্পিড। সেখানে রোনালদোর সঙ্গে আড্ডাসুলভ আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ভারতীয় তারকার প্রসঙ্গ। স্পিড রোনালদোর কাছে জানতে চান, 'তুমি বিরাট কোহলিকে চেনো?' রোনালদোর উত্তর, 'কে?' স্পিড ধরিয়ে দেন, 'ভারতের বিরাট কোহলি।' রোনালদো এককথায় উত্তর দেন, 'না।' স্পিড এবার বেশ অবাক হয়ে বলেন, 'তুমি বিরাট কোহলিকে চেনো না!' বার্সেলোনা, ইন্টার মিলান ও রিয়াল মাদ্রিদ মাতানো কিংবদন্তির চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কোহলি লোকটা কে তিনি মনে করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিফল মনোরথে স্পিডকে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চান, 'সে কে? খেলোয়াড়?' স্পিড ততক্ষণে মুঠোফোনে কোহলিকে চেনানোর চেষ্টা করছিলেন রোনালদোকে, এর পাশাপাশি বলছিলেন, 'সে ক্রিকেট খেলোয়াড়।' রোনালদো উত্তর দেন, 'সে এখানে (ব্রাজিলে) তেমন জনপ্রিয় না।' স্পিড এরপর রোনালদোকে বোঝানোর সুরে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সেরা। সে বাবর আজমের মতো।' স্পিড এরপর কোহলির ছবি দেখিয়ে দুবার ব্যালন ডি'অরজয়ীর কাছে জানতে চান, 'তুমি তাকে কখনো দেখোনি?' রোনালদোর এক শব্দে উত্তর, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' অর্থাৎ কোহলির ছবি দেখেছেন, তবে ভুলে গেছেন। এরপর দুজনই হেসে ফেলেন। জনপ্রিয় ইউটিউবার 'আইশোস্পিড'-এর আসল নাম ড্যারেন ওয়াটকিনস জুনিয়র। বিখ্যাত এই লাইভস্ট্রিমার ইউটিউবে জনপ্রিয় কনটেন্ট নির্মাতাদের একজন। কৌতুক করার দক্ষতার কারণে ভীষণ জনপ্রিয় ইউটিউবার পরিচিতি পেয়েছেন 'স্পিড' নামে। তিনি আবার পর্তুগিজ কিংবদন্তি রোনালদোর পাগলভক্তও। আর এ নিয়েই মজার এক ঘটনাও ঘটেছে। ব্রাজিলের সাবেক স্ট্রাইকার রোনালদো স্পিডকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গেমিং কক্ষে। সেখানে গিয়ে তো স্পিডের চক্ষু চড়কগাছ! রোনালদোকে তিনি বলেন, 'তোমার তো পুরো গেমিং সেটআপ আছে!' এরপর কক্ষের দেয়াল আলমারিতে তাকিয়ে দেখেন রোনালদোর জেতা একটি ব্যালন ডি'অর ট্রফি। সেই ট্রফি হাতে নিয়ে স্পিড চুমু খাওয়ার সময় রোনালদো বলেন, 'ক্রিস্টিয়ানো এবং মেসির আমার চেয়ে বেশি ব্যালন ডি'আর ট্রফি আছে। আমার আছে দুটো।' রোনালদোর এই কথা শুনেই স্পিডের চোখমুখ যেন খুব সিরিয়াস হয়ে গেল! মুখচোখ শক্ত করে বললেন, 'না, মেসি নয়, রোনালদোর (ব্যালন ডি'অর) বেশি আছে।' আর্জেন্টাইন (৮) এবং পর্তুগিজ কিংবদন্তি (৫) ক্যারিয়ারে কতগুলো ব্যালন ডি'অর জিতেছেন সেটি নিশ্চয়ই স্পিডের অজানা নয়। কিন্তু তিনি পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের অনেক বড় ভক্ত বোঝাতেই সম্ভবত মুখচোখ সিরিয়াস করে পাল্টা যুক্তি দিয়ে একটু কৌতুক করেছেন। রোনালদো ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তাঁর কাছে জানতে চান, 'তুমি মেসির চেয়ে রোনালদোকে বেশি পছন্দ করো?' স্পিড উত্তরে যা বলেছেন তা শুনলে যেকোনো মেসি ভক্তেরই হৃদয় ভাঙতে পারে, 'আমি মেসিকে পছন্দ করি না। সে খাটো এবং ফালতু। ক্রিস্টিয়ানো তার চেয়ে ভালো।' রোনালদো এমন কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেলেন। পাশ থেকে একজন তাঁকে ধরিয়ে দেন, 'সে (স্পিড) ক্রিস্টিয়ানোর ভক্ত।' কিন্তু রোনালদো কোনো পক্ষ নেননি। নিরাপদ পথ বেছে নিয়ে বলেছেন, 'আমি দুজনকেই পছন্দ করি।'

'হোর্তালিজার জ্ঞানী'কে ৫০ বছর পর পেছনে ফেলে রেকর্ড গ্রিজমানের

প্যারিস ঃ অসাধারণ ফুটবলমস্তিষ্কের জন্য তাঁকে বলা হয় 'হোর্তালিজার জ্ঞানী'। কেউ কেউ 'বিগ বুটস' বলতেন। আতলেতিকো মাদ্রিদে তাঁর রেখে যাওয়া জুতা জোড়া এতই 'বড়' যে অন্য কারও পায়ে লাগবে না এই ভাবনা থেকে নামটি দেওয়া এবং তা মোটেও বাড়াবাড়ি নয়। কিংবদন্তি নিজেই বলে গেছেন, 'আতলেতিকো মাদ্রিদ আমার জীবন।' কেউ কেউ বলেন, তাঁর এ কথার উল্টোটাও সত্য। ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামের বাইরে তাঁর ভাস্কর্য আতলেতিকো তো আর এমনি এমনি স্থাপন করেনি! ওহ হ্যাঁ, আসল কথাই বলা হয়নি, ভদ্রলোকের নাম লুইস আরাগোনেস। সময়ই বলে দেবে, আমি কিংবদন্তি হতে পারব কি না। লুইস আরাগোনেস যেভাবে বছরের পর বছর সবার মনে থেকে গেছেন, তেমনটা পারব কি না, জানি না। আশা করি পারব। তিনি ক্লাবের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব। আশা করি, তাঁর মতো হতে পারব।

আতলেতিকো মাদ্রিদের দুর্দান্ত মিডফিল্ডার, খেলেছেন স্ট্রাইকার পজিশনেও। আবার ওই ক্লাবেরই কিংবদন্তি কোচ ও কয়েক প্রজন্মের স্প্যানিশ ফুটবলারদের গুরু এমন অনেক পরিচয়ই দেওয়া যাবে আরাগোনেসের।

নিশ্চয়ই আরও মনে পড়ছে, তাঁর কোচিংয়ে স্পেনের ২০০৮ ইউরো জয়। সেবার বড় প্রতিযোগিতায় স্পেনের ৪৪ বছরের শিরোপা-খরাই শুধু ঘোচাননি, আরাগোনেস ফুটবলবিশ্বকে উপহার দিয়েছিলেন টিকিটাকার মতো নতুন এক ধারা। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'হোর্তালিজার জ্ঞানী' পাড়ি জমান নাফেরার দেশে। এত দিন পর কিংবদন্তির প্রসঙ্গ টেনে তোলার কারণ আতলেতিকোরই আরেক ফরোয়ার্ড আঁতোয়ান গ্রিজমান।

গ্রিজমানের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরাগোনেসের ব্যাপারে আরেকটু খুলে বলা প্রয়োজন। আতলেতিকোয় ১০ বছর খেলে ১৯৭৪ সালে পেশাদার ফুটবলের ইতি টানার পর সে বছরই ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নেন আরাগোনেস। তিন বছর পর ১৯৭৭ সালে আতলেতিকোকে জেতান প্রথম বিভাগের শিরোপা। এর ২৫ বছর পর আতলেতিকোর যখন তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে সময় (২০০১) কোচের দায়িত্ব নিয়ে প্রাণের ক্লাবকে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে শীর্ষস্তরে তুলে এনেছিলেন। চারটি আলাদা দশকে চারবার 'ম্যাট্রেস মেকার্স'দের কোচের দায়িত্বে ছিলেন।

তার আগে খেলোয়াড় হিসেবে মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে তিনবার জিতেছেন লিগ। আর ১৯৭৪ ইউরোপিয়ান কাপের (এখনকার উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ) ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ে ফ্রি কিক থেকে বল জড়িয়েছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের জালে।

সেই ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয় এবং পরে রিপ্লে ফাইনালে জিতেছিল বায়ার্নই। কিন্তু আরাগোনেস যে গোলটি করেছিলেন, সেটি ৫০ বছর পর আলোচনায় উঠে আসছে গ্রিজমানের কারণে। আতলেতিকোর হয়ে সেটি ছিল আরাগোনেসের ১৭৩তম গোল। ক্লাবটির হয়ে এত দিন 'হোর্তালিজার জ্ঞানী'ই ছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা। ৫০ বছর পর গত রাতে স্প্যানিশ সুপার কাপ সেমিফাইনাল ম্যাচে ৩৭ মিনিটের পর থেকে অবশ্য কথাটি ভুল। ম্যাচের ওই সময়ে আঁতোয়ান গ্রিজমানের করা গোলটি ছিল আতলেতিকোর হয়ে তাঁর ১৭৪তম গোল। হ্যাঁ, গ্রিজমানই এখন আতলেতিকোর ১২০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা।

গত ২০ ডিসেম্বর লা লিগায় হেতাফের বিপক্ষে পেনাল্টি থেকে গোল করে আরাগোনেসকে ছুঁয়ে ফেলেছিলেন গ্রিজমান। গত রাতে একক প্রচেষ্টায় তাঁর রেকর্ড গড়া গোলটিও মনে রাখার মতো। ম্যাচ শেষে ফরাসি তারকা বলেছেন, 'এটা আমার জন্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গর্ব হচ্ছে, বিরতির সময় অনেক আবেগ ছুঁয়ে গেছে। তবে আমি আরও উন্নতির চেষ্টা করব।' ইএসপিএন জানিয়েছে, আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৬৮ ম্যাচে ১৭৪ গোল করলেন গ্রিজমান। আরাগোনেস ১৭৪ গোল করতে ফরাসি তারকার চেয়ে আরও দুটি ম্যাচ বেশি খেলেছিলেন। আতলেতিকোয় অবশ্য গ্রিজমানের দুই অধ্যায়ে ২০১৪ থেকে ২০১৯ এবং ২০২১ থেকে বর্তমান সময় মাঝে ছিলেন বার্সেলোনায়। আতলেতিকোয় আরাগোনেসের মতো কিংবদন্তি হতে পারবেন কি না, এ প্রশ্নের উত্তর গত ডিসেম্বরেই ইএসপিএনকে দিয়ে রেখেছেন গ্রিজমান, 'সময়ই বলে দেবে, আমি কিংবদন্তি হতে পারব কি না। লুইস আরাগোনেস যেভাবে বছরের পর বছর সবার মনে থেকে গেছেন, তেমনটা পারব কি না, জানি না। আশা করি পারব। তিনি ক্লাবের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তিত্ব। আশা করি, তাঁর মতো হতে পারব।'

আতলেতিকো কোচ ডিয়েগো সিমিওনে কিন্তু গ্রিজমানকে আরাগোনেসের মতোই মনে করেন। নইলে হেতাফের বিপক্ষে সেই ম্যাচে গ্রিজমানের পেনাল্টি নেওয়া নিয়ে আর্জেন্টাইন কোচ এই কথা বলতেন না, 'পেনাল্টিটি নেওয়ার সময় আরাগোনেসও তার সঙ্গে ছিলেন। আতলেতিকোর ইতিহাসে অন্যতম সেরাকে তিনি সঙ্গ দিয়েছেন।' গ্রিজমান অবশ্য এ মৌসুমে ক্যারিয়ারের সেরা ফর্মে। লা লিগায় ১৯ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৬ ম্যাচে করেছেন ৫ গোল। এই ফর্ম গ্রিজমান কত দূর টেনে নিতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতীয় জাতির প্রাণে নবপ্রেরণার জোয়ার এনে জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈশ্বর জ্ঞানে মানব সেবার আদর্শ স্থাপনের জন্যই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। ধর্ম, সেবা ও শিক্ষা এই তিনটি মূল কর্মসূচি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা শুরু।

১৮৯৭ সালের ১ মে, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় করেন স্বামী বিবেকানন্দ । তারপর পেরিয়ে গেল ১২৬ বছর। ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০২৩ সালের ১ মে পর্যন্ত টানা একবছর ধরে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বেলুড় মঠ এবং মিশনের তরফ থেকে। কর্মসূচিতে সহায়তা করেছে ভারত সরকার। এদিন মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর কলকাতার বলরাম বসুর বাসভবনে আয়োজিত রামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের এক অধিবেশনে স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন গঠনের প্রস্তাব রাখেন। মিশন গঠনের প্রস্তাব ও নিয়মাবলীর খসড়া স্বামীজি নিজের হাতে তৈরি করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে মিশনের নথিভুক্ত হয় ১৯০৯ সালের ৪ মে, ব্রিটিশ সরকারের দপ্তরে।

এরপর ১৯০৯ সালে আইনি স্বীকৃতি পায় রামকৃষ্ণ মঠ। এ মিশন উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী প্রথম দিক পর্যন্ত সময় সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মানবসেবার মাহাত্ম্য ঘোষণা, শিক্ষার্থীর জন্য অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ও হিন্দুধর্ম প্রচার করা ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের মূল কাজ। অন্যদিকে, বেলুড় মঠ হল রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়। রামকৃষ্ণ মন্দির রামকৃষ্ণ ভাবআন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ভারতীয় জাতির প্রাণে নবপ্রেরণার জোয়ার এনে জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈশ্বর জ্ঞানে মানব সেবার আদর্শ স্থাপনের জন্যই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। ধর্ম, সেবা ও শিক্ষা এই তিনটি মূল কর্মসূচি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের যাত্রা শুরু। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের আশ্রয়ে স্থাপিত হলেও এক মধ্যে মিলন ঘটেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানবসেবা ও মানুষ তৈরির আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই মিশনের উদ্দেশ্যগুলি ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে বেদান্তের আদর্শ অনুসরণ ও মূর্তিপুজো স্বীকৃত। মিশনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল,

– কোনও স্বতন্ত্র ধর্মীয় মতবাদ গড়ে তোলেনি। এই প্রতিষ্ঠান মঠ ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী।

–এই প্রতিষ্ঠান সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজসেবার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ত্রাণকার্য, গ্রামোন্নয়ন, আদিবাসী কল্যাণ, বুনিয়াদি ও উচ্চশিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

– এই প্রতিষ্ঠানের কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সকল গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এই মিশন।

– শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শতাধিক শাখা স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

পদব্রজেই পর্যটন করেন বিবেকানন্দ সেজন্যেই স্বামীজিকে সারা বিশ্ব ‘পরিব্রাজক’ হিসেবে জানে

রাঁচি ঃ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন।৩ ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।২ তার সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাটি হল, আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ ... ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত চিকাগো বক্তৃতা, যার মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার এক উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি তিনি আকর্ষিত হতেন। তার গুরু রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে তিনি শেখেন, সকল জীবই ঈশ্বরের প্রতিভূ তাই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ ভারতীয় উপমহাদেশ ভালোভাবে ঘুরে দেখেন এবং ব্রিটিশ ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ভারত ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ইউরোপে তিনি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অসংখ্য সাধারণ ও ঘরোয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ক্লাস নিয়েছিলেন। তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত, ভারতে বিবেকানন্দ, ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী (কবিতাসংকলন), মদীয় আচার্যদেব ইত্যাদি। বিবেকানন্দ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও গায়ক। তার রচিত দুটি বিখ্যাত গান হল খণ্ডনভববন্ধন (শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ভজন) ও নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি। এছাড়া নাচুক তাহাতে শ্যামা, ৪ জুলাইয়ের প্রতি, সন্ন্যাসীর গীতি ও সখার প্রতি তার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা। সখার প্রতি কবিতার অন্তিম দুইটি চরণ বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। – বিবেকানন্দের সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উক্তি।

ভারতে বিবেকানন্দকে ‘বীর সন্ন্যাসী’ নামে অভিহিত করা হয় এবং তার জন্মদিনটি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ উত্তর কলকাতার এক কায়স্থ দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই দত্তপরিবারের আদি নিবাস ছিল অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দত্তডেরিয়াটোনা বা দত্তডেরেটোনা গ্রাম। মুঘল শাসনকাল থেকেই দত্তরা উক্ত গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গবেষকরা অনুমান করেন যে তারাই ছিলেন ওই গ্রামের জমিদার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দত্তপরিবারের সদস্য রামনিধি দত্ত তার পুত্র রামজীবন দত্ত ও পৌত্র রামসুন্দর দত্তকে নিয়ে গড়গোবিন্দপুর গ্রামে (অধুনা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ও ময়দান অঞ্চল) চলে আসেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু হলে উক্ত এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে দত্তরাও সুতানুটি গ্রামে (অধুনা উত্তর কলকাতা) চলে আসেন। এখানে প্রথমে তারা মধু রায়ের গলিতে একটি বাড়িতে বাস করতেন। ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটের যে বাড়িতে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বাড়িটি নির্মাণ করেন রামসুন্দর দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমোহন দত্ত। রামমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ দত্ত ছিলেন বিবেকানন্দের পিতামহ। তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ দত্তের জন্মের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। বিশ্বনাথ দত্ত দুর্গাপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসাদ কর্তৃক প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। বিশ্বনাথ দত্ত বাংলা, ফারসি, আরবি, উর্দু, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধর্ম বিষয়ে তিনি উদার ছিলেন। বাইবেল ও দেওয়ানইহাফিজ ছিল তার প্রিয় বই। তিনি সুলোচনা (১৮৮০) ও শিষ্টাচারপদ্ধতি (বাংলা ও হিন্দি ভাষায়, ১৮৮২) নামে দুইটি বই রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের সমর্থনে তিনি প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ করেছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের সংসারত্যাগের পর কালীপ্রসাদের অমিতব্যয়িতায় দত্তপরিবারের আর্থিক সাচ্ছল্য নষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অ্যাটর্নিরূপে বিশ্বনাথ দত্তের সুদূরপ্রসারিত খ্যাতি সেই সাচ্ছল্য কিয়দংশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তার স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন সিমলার নন্দলাল বসুর মেয়ে। তিনি বিশেষ ভক্তিমতী নারী ছিলেন। তার প্রথম কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু ও কন্যাসন্তানের জন্মের পর পুত্রসন্তান কামনায় তিনি তার এক কাশীবাসিনী আত্মীয়াকে দিয়ে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে নিত্য পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করান। এরপরই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হওয়ায় তার বিশ্বাস হয় যে, তিনি শিবের কৃপায় পুত্রলাভ করেছেন। পিতার প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মায়ের ধর্মপ্রাণতা বিবেকানন্দের চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

বিবেকানন্দের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ডাকনাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে এবং নরেন্দ্র বা নরেন)। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসবের দিন উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতা উচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী ছিলেন। বিবেকানন্দ একটি প্রথাগত বাঙালি কায়স্থ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেখানে তার নয় জন ভাইবোন ছিল। তার মধ্যম ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও বিদেশ ভ্রমণে বিবেকানন্দের সঙ্গী। কনিষ্ঠ ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বিশিষ্ট সাম্যবাদী নেতা ও গ্রন্থকার।

ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহ ফুটে ওঠে। এই সময় শিব, রাম, সীতা ও মহাবীর হনুমানের মূর্তির সামনে তিনি প্রায়শই ধ্যানে বসতেন। সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতিও তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছেলেবেলায় বিবেকানন্দ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তার পিতামাতার পক্ষে তাকে সামলানো মাঝে মাঝেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। তার মা বলতেন, শিবের কাছে ছেলে চাইলুম। তা তিনি নিজে না এসে পাঠালেন তার চেলা এক ভূতকে।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তার পরিবার সাময়িকভাবে রায়পুরে (অধুনা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ছত্তিসগড় রাজ্যে) স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে দত্ত পরিবার আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা) প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন সেইবছর উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ একমাত্র ছাত্র। তিনি প্রচুর বই পড়তেন। দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য বিষয়ে বই পড়ায় তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বেদ, উপনিষদ্, ভাগবদগীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠেও তার আগ্রহ ছিল। এছাড়া তিনি হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম নিতেন এবং নিয়মিত অনুশীলন, খেলাধুলো ও সমাজসেবামূলক কাজকর্মে অংশ নিতেন।

জেনেরাল অ্যাসেম্বলি’জ ইনস্টিটিউশনে (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা) পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা, পাশ্চাত্য দর্শন ও ইউরোপীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চারুকলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। নরেন্দ্রনাথ ডেভিড হিউম, জর্জ ডব্লিউ. এফ. হেগেল, আর্থার সোফেনহায়ার, ওগুস্ত কোঁত, জন স্টুয়ার্ট মিল ও চার্লস ডারউইনের রচনাবলি পাঠ করেছিলেন। হারবার্ট স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে স্পেনসারের সঙ্গে তার চিঠিপত্র বিনিময়ও চলত। স্পেনসারের এডুকেশন (১৮৬১) বইটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনাবলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও বাংলা সাহিত্য নিয়েও চর্চা করেন। জেনেরাল অ্যাসেম্বলি’জ ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল উইলিয়াম হেস্টি লিখেছেন, নরেন্দ্র সত্যিকারের মেধাবী। আমি বহু দেশ দেখেছি, কিন্তু তার মতো প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় ছাত্র দেখিনি এমনকি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শন ছাত্রদের মধ্যেও না। কয়েকটি স্মৃতিকথায় নরেন্দ্রনাথকে ‘শ্রুতিধর’ (অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি) হিসেবে উল্লেখ করতেও দেখা যায়।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নব বিধানের সদস্য হয়েছিলেন, যা রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাত্রে পর এবং খ্রিস্টান ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ নরেন্দ্রনাথ ফ্রিম্যাসনারি লজের সদস্য হয়েছিলেন এবং তার কুড়ি বছর বয়সে কেশবচন্দ্র সেন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজেরও সদস্য হন। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেনের ব্যান্ড অব হোপএ সক্রিয় ছিলেন, যা যুবসমাজকে ধূমপান এবং মদ্যপানে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল।

নরেন্দ্র প্রাশ্চাত্য ধর্মবিশ্বাস এসোটেরিসিজমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন। তার প্রারম্ভিক ধর্মবিশ্বাস ব্রাহ্ম ধারণার আদলে গড়ে উঠেছিল। এই সময় তিনি নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন এবং পৌত্তলিকতার সমালোচকে পরিণত হন। এবং দৃঢ়ভাবে উপনিষদ ও বেদান্তের যৌক্তিকীকরণ, মসৃণ, একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্ব নির্বাচনী ও আধুনিক পঠন নির্ধারণ করেছিলেন।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তোমার চোখদুটি যোগীর ন্যায়। দর্শন সম্পর্কে তার জ্ঞানে সন্তুষ্ট না হয়ে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে থাকেন, ঈশ্বর ও ধর্ম সত্যিই কি মানুষের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার অংশ। তিনি এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। কলকাতার অনেক বিশিষ্ট অধিবাসীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা। কিন্তু কারোর উত্তরই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা প্রথম শোনেন জেনারেল অ্যাসেম্বলি’জ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময়। অধ্যাপক উইলিয়াম হেস্টি একটি সাহিত্যের ক্লাসে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্য এক্সকারশন কবিতাটি পড়ানোর সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথা বলেছিলেন। উক্ত কবিতায় ব্যবহৃত ‘trance’ কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের বলেন, ‘trance’ বিষয়টির সত্যিকারের অর্থ বুঝতে হলে ছাত্রদের দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখতে হবে। এই কথা শুনে নরেন্দ্রনাথসহ কয়েকজন ছাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশীপুরে বিবেকানন্দ

ঠাকুরের ওই আভাস! তবে তো শাস্ত্রে ওই বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে! তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপরে আর কখনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেক এফএ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় রামচন্দ্র দত্ত একবার নরেন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে ধর্মোপদেশ দানের জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তরুণ নরেন্দ্রনাথকে একটি গান গাইতে বলেন। পরে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করেন। যদিও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বা নরেন্দ্রনাথ কেউই এই সাক্ষাৎেক পরবর্তীকালে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হিসেবে গুরুত্ব দেননি। এমনকি তারা এই সাক্ষাত্রে কথা উল্লেখও করতেন না।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে অথবা ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এই সাক্ষাৎ নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাহাকে রামকৃষ্ণ দেব একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। অতি সরল ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি কি একজন বড় ধর্মাচার্য হইতে পারেন? আমি সারা জীবন অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার নিকটে গিয়া তাহাকেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?’ তিনি উত্তর দিলেন ‘হাঁ।’ ‘মহাশয়, আপনি কি তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?’ ’হাঁ’। ’কি প্রমাণ? ’ ’আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখি, বরং আরো স্পষ্টতর, আরো উজ্জ্বলতররূপে দেখি।’ আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। ... আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট যাইতে লাগিলাম। ... ধর্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বারবার হইতে দেখিয়াছি। প্রথমদিকে অবশ্য নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে গুরু বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি তার চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্টও হয়েছিলেন। এর ফলে ঘন ঘন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভাবাবস্থা ও দেবদেবীর সাক্ষাৎ দর্শনকে ‘কাল্পনিক সৃষ্টি’১৩ ও ‘অলীক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস’ মনে করতেন। ব্রাহ্মসমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ সেই সময় মূর্তিপুজো, বহুদেববাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কালীপুজো সমর্থন করতেন না। এমনকি অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদকেও তিনি ঈশ্বরদ্রোহিতা ও পাগলামি বলে উড়িয়ে দিয়ে সেই মতবাদকে উপহাস করতেন। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে পরীক্ষা করতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও শান্তভাবে তার যুক্তি শুনে বলতেন, সত্যকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবি।

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের পিতা হঠাৎ মারা যান। এরপর তার পরিবার তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। ঋণদাতারা ঋণশোধের জন্য তাদের তাগাদা দিতে শুরু করে এবং আত্মীয়স্বজনরা তাদের পৈতৃক বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চেষ্টা শুরু করে। একদা সচ্ছল পরিবারের সন্তান নরেন্দ্রনাথ কলেজের দরিদ্রতম ছাত্রদের অন্যতম ছাত্রে পরিণত হন। তিনি চাকরির অনুসন্ধান শুরু করেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। কিন্তু একই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সান্নিধ্যে তিনি শান্তি পেতে থাকেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে অনুরোধ করেন, তিনি যেন কালীর কাছে তার পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা জানান। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব তাকে বলেন, তিনি যেন নিজে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরামর্শ অনুসারে, নরেন্দ্রনাথ তিনবার মন্দিরে যান। কিন্তু জাগতিক প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি জ্ঞান ও বিবেকবৈরাগ্য প্রার্থনা করেন। এরপর নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরউপলব্ধির জন্য সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করেন এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে গুরু বলে মেনে নেন।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গলার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে প্রথমে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরের একটি বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় নরেন্দ্রনাথসহ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের অন্যান্য শিষ্যগণ তার সেবাযত্ন করেন। এই সময়ও নরেন্দ্রনাথের ধর্মশিক্ষা চলতে থাকে। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন শিষ্য এই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছ থেকে সন্ন্যাস ও গৈরিক বস্ত্র লাভ করেন। এভাবে রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীতে প্রথম সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেন মানব সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সাধনা।১৩৬৩ তিনি নরেন্দ্রনাথকে তার অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যদের দেখভাল করতেও বলেন এবং তাকেই সন্ন্যাসী সংঘের নেতা নির্বাচিত করেন। কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে বিবেকানন্দের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ঘোষণা করেছিলেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ... ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অগাস্ট শেষরাত্রে কাশীপুরেই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রয়াত হন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যুর পর তার ভক্ত ও অনুরাগীরা তার শিষ্যদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেন। বাড়িভাড়ার টাকা জোগাড় করতে না পারায়, নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যেরা বসবাসের জন্য নতুন বাসস্থানের খোঁজ শুরু করেন। অনেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে থাকেন। অবশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ উত্তর কলকাতার বরাহনগর অঞ্চলে একটি ভাঙা বাড়িতে নতুন মঠ প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করেন। বরাহনগর মঠের এই বাড়িটির ভাড়া কম ছিল। মাধুকরী অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে এই বাড়িভাড়ার টাকা জোগাড় করা হত। বরাহনগর মঠ হল রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম ভবন। এই মঠে নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিষ্যেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতেন এবং কঠোর ধর্মানুশীলন অভ্যাস করতেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ বরাহনগর মঠের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘বরাহনগর মঠে আমরা অনেক তপস্যা করতাম। ভোর তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে আমরা জপ ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতাম। সেই সময় কী তীব্র বৈরাগ্য জন্মেছিল আমাদের মনে! জগৎ আছে কি নেই সে কথা আমরা ভাবতামও না।’

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে, নরেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব চরণ বসাকের সঙ্গে সঙ্গীতকল্পতরু নামে একটি সঙ্গীতসংকলন সম্পাদনা করেন। নরেন্দ্রনাথই এই বইটির অধিকাংশ গান সংকলন ও সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তিনি বইটির কাজ শেষ করে যেতে পারেননি।

সন্ন্যাস গ্রহণ

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতা বাবুরামেরখ মা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের আঁটপুর গ্রামে আমন্ত্রণ জানান। তারা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে হুগলি জেলার আঁটপুরে যান এবং কিছুদিন সেখানে থাকেন। আঁটপুরেই বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ ও আটজন শিষ্য আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো করে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করেন। শিকাগো যাওয়ার পথে তিনি বিবেকানন্দ ছদ্মনাম টি গ্রহণ করেন । পরবর্তী কালে ঐ নামটি সর্বাধিক প্রচারিত হয়।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজকরূপে মঠ ত্যাগ করেন বিবেকানন্দ। পরিব্রাজক হিন্দু সন্ন্যাসীর এক ধর্মীয় জীবন – এই জীবনে তিনি স্বাধীনভাবে পর্যটন করে বেড়ান কোনো স্থায়ী বাসস্থান বা বন্ধন ছাড়াই। পরিব্রাজক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গী ছিল একটি কমণ্ডলু, লাঠি এবং তার প্রিয় দুটি গ্রন্থ – ভাগবদ্গীতা ও ইশানুসরণ। পাঁচ বছর ধরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন বিবেকানন্দ – প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্র দর্শন করেন এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত হন। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি তার সহানুভূতি জন্মায় এবং তিনি জাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিযোগে করেন। এই সময় ভিক্ষোপজীবী হয়ে সারা ভারত পদব্রজেই পর্যটন করেন বিবেকানন্দ। সেজন্যেই স্বামীজিকে সারা বিশ্ব ‘পরিব্রাজক’ হিসেবে জানে। কখনোসখনো তার গুণমুগ্ধেরা তাকে ট্রেনের টিকিট কিনে দিতেন। ভারত পর্যটনের সময় তিনি বিভিন্ন পণ্ডিত, দেওয়ান, রাজা, এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান এমনকি নিম্নবর্গীয় পারিয়া ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গেও মেলামেশা ও একত্র বাস করেছিলেন।

উত্তর ভারত

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বারাণসী থেকে তার যাত্রা শুরু করেন। বারাণসীতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিশিষ্ট বাঙালি লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সন্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীর। এইখানেই বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত বাবু প্রেমদাস মিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে, যাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে একাধিক পত্রালাপে তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। বারাণসীর পর তিনি একে একে যান অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হথরাস ও ঋষিকেশ। হথরাসে তার সঙ্গে স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাৎ হয়, যিনি পরে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সদানন্দ নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের প্রথম যুগের শিষ্য। ১৮৮৮–৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বৈদ্যনাথ ও এলাহাবাদ ভ্রমণ করেন। এলাহাবাদ থেকে গাজিপুরে গিয়ে তিনি পওহারী বাবার দর্শন করেন। পওহারী বাবা ছিলেন এক অদ্বৈতবাদী সন্ত, যিনি অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ১৮৮৮–৯০ সময়কালে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং মঠের দুই আর্থিক সাহায্যদাতা বলরাম বসু ও সুরেশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর মঠের আর্থিক ব্যবস্থার সুরাহাকল্পে তিনি কয়েকবার বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

হিমালয় ভ্রমণ

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তিনি পুনরায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে দেশভ্রমণে বের হন। মঠে ফেরেন একেবারে পাশ্চাত্য ভ্রমণ সেরে। প্রথমে তিনি যান নৈনিতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, দেরাদুন, ঋষিকেশ, হরিদ্বার এবং হিমালয়ে। কথিত আছে, এই সময় এক দিব্যদর্শনে তিনি বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে প্রদত্ত তার জ্ঞানযোগ বক্তৃতামালায় এই বহির্জগৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভ্রমণের সময় তার অন্যান্য গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। মীরাটে কিছুদিন একসঙ্গে তারা জপধ্যান, প্রার্থনা ও শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের ছেড়ে তিনি একাকী দিল্লির পথে অগ্রসর হন।

রাজপুতানা

দিল্লির ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখার পর তিনি চলে যান রাজপুতানার ঐতিহাসিক রাজ্য আলোয়ারে। পরে তিনি যান জয়পুরে। সেখানে এক সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে অধ্যয়ন করেন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। তার পরের গন্তব্য ছিল আজমীর। সেখানকার বিখ্যাত দরগা ও আকবরের প্রাসাদ দেখে তিনি চলে যান মাউন্ট আবুতে। মাউন্ট আবুতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় খেতরির মহারাজা অজিত সিংহের। পরে তিনি বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। তার আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ খেতরিতে আসেন। সেখানে রাজার সঙ্গে তার নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। খেতরিতেই পণ্ডিত নারায়ণদাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তিনি পাণিনির সূত্রের মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন। খেতরিতে আড়াই মাস কাটানোর পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তিনি রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পশ্চিম ভারত

পশ্চিমে যাত্রাপথে তিনি ভ্রমণ করেন আহমেদাবাদ (বর্তমান গান্ধিনগর), ওয়াধওন ও লিম্বদি। আহমেদাবাদে তিনি ইসলামি ও জৈন সংস্কৃতির পাঠ সমাপ্ত করেন। লিম্বদিতে ঠাকোর সাহেব জসওয়ান্ত সিংহের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি নিজে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন। ঠাকোর সাহেবের কাছ থেকেই বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে যাওয়ার ধারণাটি প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি যান জুনাগড়, গিরনার, কচ্ছ, পোরবন্দর, দ্বারকা, পালিতানা ও বরোদা (বদোদরা)। পোরবন্দরে সন্ন্যাসজীবনের নিয়ম ভেঙে তিনি নয় মাস অবস্থান করেন পণ্ডিতদের থেকে দর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের জন্য। এই সময় সভাপণ্ডিতের সঙ্গে একযোগে বেদ অনুবাদের কাজও করেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শুক্রবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
12:01:2024

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

গোপাল ময়দানে বঙ্গো উৎসব

জামশেদপুরঃ আগামী ২৮ শে জানুয়ারি গোপাল ময়দানে বঙ্গো উৎসবকে সফল বানাবার জন্য আজ মাতাজি আশ্রম হাতাতে এক আলোচনা সভা করা হল। আমাদের পটকা অঞ্চল থেকে ১৫০০ বঙ্গবাসী মহিলা এবং পুরুষকে উৎসবে নিয়ে যাবার জন্য লক্ষ্য নির্ধারিত করা হয় ।আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সুনীল কুমার দে, দুলাল মুখার্জী, বাদল ঘোষ, রাজেশ রায়, জুরান মুখার্জী, কৃষ্ণ পদ মন্ডল, রাজকুমার সাউ, ভানু রানা, সঞ্জয় কুমার সাহু ইত্যাদি।

ওঠো , জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না ঃস্বামী বিবেকানন্দ

রাঁচি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাবার নাম বিশ্বনাথ দত্ত মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী দেবী জন্ম ১২জানুয়ারী, ১৮৬৩ (কলকাতা) মৃত্যু ৪ জুলাই, ১৯০২ (বেলুড় মঠ, হাওড়া) আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রাম জাতীয়তা ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ সাহিত্যকর্ম রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, মদীয় আচার্যদেব, ভারতে বিবেকানন্দ প্রভাবিত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জহরলাল নেহেরু, নিকোলা টেসলা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অ্যানি বেসান্ত, নরেন্দ্র মোদি ১৮৬৩ সালের ১২ ই জানুয়ারী কলকাতার এক বাঙালি হিন্দু পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন ছোটবেলা থেকেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিকতার গুরু। তাঁর কাছেই বিবেকানন্দ শিখেছিলেন - সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর বাস করে অতএব জীবের সেবা করে মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। Swami Vivekananda ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ভারতবর্ষ ও হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আমেরিকার শিকাগোতে বক্তৃতা দেন - যার প্রথম লাইনটি ছিল - ***Sisters and brothers of America*** . *Swami Vivekananda* এই কথাটি শোনা মাত্র গোটা হল ঘর হাততালির আওয়াজে ভরে ওঠে। অন্যান্য মানুষের একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মানুষ যখন বিরক্ত হয়ে হল ঘর থেকে বেরোনো শুরু করত তখন ঘোষণা করা হত - এবার বক্তৃতা দেবেন বিবেকানন্দ। ৫ মিনিটের মধ্যে আবার হল ঘর ভর্তি হয়ে যেত। এমনি ছিল তার কথার জাদু যা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন। এজন্য বিবেকানন্দকে সবার শেষে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হত। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ ই জানুয়ারী ভারতবর্ষে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ৬০ টি অনুপ্রেরণামূলক বাণী সম্পর্কে জানব যা আমাদের জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সময়ে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

১. ওঠো , জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।

২. ইচ্ছা শক্তিই জগৎ কে পরিচালনা করে থাকে।

৩. কোনো বড় কাজই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ছাড়া হয় নি।

৪. সারাদিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হও, তাহলে বুঝবে তুমি ভুল পথে চলেছ।

৫. এমন কাজ করে চলো যে তুমি হাসতে হাসতে মরবে আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে।

৬. আমি বিশ্বাস করি যে, কেউ কিছু পাওয়ার উপযুক্ত হলে জগতের কোনো শক্তিই তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

৭. যখন আমাদের মধ্যে অহংকার থাকে না, তখনই আমরা সবথেকে ভালো কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করতে পারি।

৮. মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোনো কাজই ছোট নয়।

৯. কাজ করো নির্ভীকভাবে। এগিয়ে চলো সত্য আর ভালোবাসা নিয়ে।

১০. যা পারো নিজে করে যাও, কারও ওপর আশা বা ভরসা কোনোটাই কোরো না।

১১. সাহসী লোকেরাই বড় বড় কাজ করতে পারে।

১২. উঁচুতে উঠতে হলে তোমার ভেতরের অহংকারকে - বাহিরে টেনে বের করে আনো, এবং হালকা হও কারণ তারাই ওপরে উঠতে পারে যারা হালকা হয়।

১৩. মস্তিস্ককে উচ্চ মানের চিন্তাভাবনা দিয়ে পূর্ণ করো, দিবারাত্র এগুলোকে তোমার সামনে রেখে চলো, এগুলোর থেকে মহান কাজ বেরিয়ে আসবে।

১৪. যে রকম বীজ আমরা বুনি, সে রকমই ফসল আমরা পাই। আমরাই আমাদের ভাগ্য তৈরী করি, তার জন্য কাউকে দোষারোপ করার কিছু নেই, কাউকে প্রশংসা করারও কিছু নেই।

১৫. আমাদের জাতের কোনো ভরসা নেয়, কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা - কাহারও মাথায় আসে না , সেই ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে টানাটানি।

১৬. যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কখনই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় , অপরকে দাস বানিয়ে রাখার জন্য।

চরিত্র সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

১৭. নিজের উপর বিশ্বাস না এলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আসে না।

১৮. ঘৃণার শক্তি অপেক্ষা প্রেমের শক্তি অনেক বেশি শক্তিমান।

১৯. জগতে এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র জগত এখন তাদের চায় - যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থ শূন্য।

২০. আহার করো পরিমিত, ধ্যান করো নিয়মিত। বই পড়ো মনোযোগ দিয়ে। চিন্তা করো গভীর ভাবে। পরিকল্পনা করো দূরদৃষ্টির সাথে।

২১. সেবা করো তাৎপরতার সাথে। দান করো নির্লিপ্ত ভাবে। ভালোবাসো নিঃস্বার্থভাবে। ব্যয় করো বিবেচনার সাথে। তর্ক করো যুক্তির সাথে। কথা বলো সংক্ষেপে।

২২. প্রবিত্র ও নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কোরো, তার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত ধর্ম।

২৩. শুধু বড়ো লোক হয়ো না বড় মানুষ হও।

২৪ কাপুরুষরাই পাপ কাজ করে, মিথ্যা কথা বলে। বীর কখনও পাপ করে না। হে বীর হৃদয় যুবকবৃন্দ - এগিয়ে যাও। লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশ ডুবছে, তাদের উদ্ধার করো। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত - এটাই আমাদের মূলমন্ত্র। - স্বামী বিবেকানন্দ

২৫. যারা তোমাকে সাহায্য করেছে, তাদের কখনও ভুলে যেও না। যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের কখনও ঘৃণা কোরো না। যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনও ঠকিয়ো না।

২৬. আমরা স্ত্রীলোককে নিচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল - আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

২৭. মেয়েদের উন্নতি করতে পারো? তবে আশা আছে। নইলে পশু জন্ম ঘুচবে না।

২৮. গোলামীর উপর যে সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা আবার কখনও ভালো হতে পারে? যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই, সে জাত কখনো উন্নতি করতে পারে না।

২৯. এ দেশের যত আইন কানুন, যত ভালোবাসা, যত স্মৃতি, সমস্ত মেয়েদের দাবিয়ে রাখার জন্য হয়েছে।

৩০. ভারতীয় নারীদের যে রকম হওয়া উচিত, সীতা তার আদর্শ।

৩১. জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সবচেয়ে বেশি নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা হয়।

৩২. জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নেই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।

৩৩. পুরুষরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারী জাতির যত কিছু অনিষ্ট হয়েছে।

৩৪. একথা সত্য যে, এমন সব স্ত্রী লোক আছেন, যাদের দেখা মাত্র মানুষ অনুভব করে - কে যেন তাকে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আবার এমন স্ত্রী লোকও আছে, যারা তাকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

৩৫. বাবা, সতী সতী বলে চেঁচিয়েছ, বাঁশ দিয়ে হাজার হাজার বিধবা পুড়িয়েছ। একটু ক্ষান্ত হও দেখি, এখন জনাকতক 'সতা' হও দেখি - আমি বুঝি।

৩৬. নারীদের পাশ্চত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান যেমন শেখাতে হবে, তেমনি জাগাতে হবে ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

৩৭. আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন শিক্ষিতা নয় বটে, কিন্তু তারা অনেক বেশি প্রবিত্র।

৩৮. পাঁচশো পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশো নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা করা যেতে পারে।

৩৯. সেই নারীও ধন্য যার চোখে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক।

৪০. ভারতের জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই আদর্শ ও শেষ কথা।

৪১. যদি সত্যিই মন থেকে কিছু করতে চাও তাহলে পথ পাবে আর যদি না চাও তাহলে অজুহাত পাবে।

৪২. যখন তুমি ব্যস্ত থাকো তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু অলস হলে কোনো কিছুই সহজ বলে মনে হয় না।

৪৩. কখনো না বোলোনা, কখনো বোলোনা আমি করতে পারবোনা। তুমি অনন্ত এবং সব শক্তি তোমার ভিতর আছে , তুমি সব কিছুই করতে পারো।

৪৪. একটি সময়ে একটিই কাজ কোরো এবং সেটা করার সময় নিজের সব কিছু তার মধ্যে ব্যয় করে দাও।

৪৫. মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মত , যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে।

৪৬. যে মানুষ বলে - তার আর শেখার কিছু নেই সে আসলে মরতে বসেছে। যত দিন বেঁচে আছো - শিখতে থাকো।

৪৭. জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতায় সেই পাপ। সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ করো - দুর্বলতায় মৃত্যু, দুর্বলতায় পাপ।

৪৮. সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।

৪৯. এক দিনে বা এক বছরে সফলতার আশা কোরো না। সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো।

৫০. আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব - স্প্রিহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হই। আমরা যেন কাম, ক্রোধ, ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব।

৫১. শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে থাকা উৎকর্ষের প্রকাশ।

৫২. মানুষের সেবা করা হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা।

৫৩. জীবন ও মৃত্যু হচ্ছে একটা ব্যাপারেই বিভিন্ন নাম। একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। উভয়েই মায়া। এই অবস্থাটাকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জো নেই। এক সময় বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে আবার পর মুহূর্তেই বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা।

৫৪. আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব - স্প্রিহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হয়। আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করব।

৫৫. যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেশের একটি কুকুরও ক্ষুধার্ত, আমার সমগ্র ধর্মকে একে খাওয়াতে হবে এবং এর সেবা করতে হবে, তা না করে অন্য যাই করা হোক না কেন তার সবই অধার্মিক।

৫৬. ধর্ম হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে থাকা দেবত্বের প্রকাশ।

৫৭. ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অসাধুতব, ভয়ই ভুল জীবন। এই বিশ্বের সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা–ভাবনা ও ধারণা এই ভয়ের অসৎ শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যান্য বাণী

৫৮. আমরা যা এবং ভবিষ্যতে আমরা যা হবো, তার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তি আছে, আমাদের নিজেদের তৈরী করার জন্য। আমরা এখন যা হয়েছি তা আমাদের অতীতের কর্মের ফল, আমরা ভবিষতে যা হবো তা আমাদের বর্তমানের কাজেরই ফল হবে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে কিভাবে আমরা আমাদের কাজগুলো করব।

৫৯. শেখার জন্য এটাই হল প্রথম শিক্ষা - দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও যে বাইরের কোনো কিছুকে অভিশাপ দেবে না, বাইরের কাউকে দোষ দেবে না, কিন্তু উঠে দাড়াও - নিজেকে দোষ দাও, তুমি বুঝতে পারবে - নিজেকে ধরে রাখার জন্য এটাই হল সঠিক পন্থা।

৬০. পেছনে তাকিও না, শুধু সামনের দিকে তাকাও - অসীম শক্তি, অসীম উদ্দম, অসীম সাহস এবং অসীম ধৈর্য - এরা একাই পারে মহান কোনো কর্ম সম্পন্ন করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান লীলা সহচর স্বামী বিবেকানন্দ

রাঁচি (সুনীল কুমার দে)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁর প্রিয় শিষ্যকে স্বামী বিবেকানন্দ কে প্রশ্ন করেছিলেনঃ তুই কি চাস?

স্বামীজী বললেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো পাঁচছয় দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে তিরস্কার করে বললেন ছি, ছি, তুই এত বড় আধার, তারে মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তারে ছায়ায় হাজার হাজার লাকে আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তাে অতি তুচ্ছ হীন কথা!

স্বামীজী এই ভত্র্সনা জীবনে ভালেননি। একথার গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তিনি তিলে তিলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন জগতের কল্যাণে। দেশবিদেশে আচার্যের ভূমিকা পালন করে আক্ষরিক ভাবে সত্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণীকে। বলেছিলেনঃ যতদিন জগতে একজনও বদ্ধ থাকবে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকবে, আমি নিজের মুক্তি চাই না। আমি বারবার জন্মগ্রহণ করে তাঁদের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।

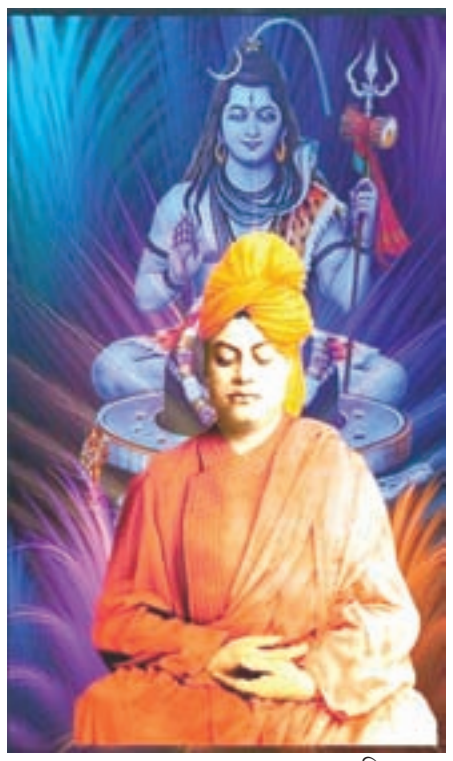

এই ভাবকেই তিনি শিষ্য পরম্পরায় সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সনাতন ধর্মের যে আলাকেবর্তিকা এবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাজ্জ্বেল করেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে তা চির অম্লান হয়ে থাকবে। স্বামীজী তাে নিজেই বলেছেন, তাঁর কাজ আগামী দেড় হাজার বছর ধরে চলতেই থাকবে।

প্রনাম জানাই আমাদের বীর সন্ন্যাসী কে

রজত মুখার্জ্জী

স্বামী বিবেকানন্দ (১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ - ৪ জুলাই ১৯০২ জন্মনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় বেদান্ত ও যোগ দর্শনের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রচার করার কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন। ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাটি হল, আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ . ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় প্রদত্ত চিকাগো বক্তৃতা, যার মাধ্যমেই তিনি পাশ্চাত্য সমাজে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার করেন। শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দ, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ ইংরেজিতে লিখেছেন –one infinite pure and holy beyond thought beyond qualities I bow down to thee অর্থাৎ প্রণাম করি সেই একক, অনন্ত, শুদ্ধ ও পবিত্র -চিন্তা ও গুণের অগম্য (ঈশ্বরকে)। ছোটোবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি তিনি আকর্ষিত হতেন। তার গুরু রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে তিনি শেখেন, সকল জীবই ঈশ্বরের প্রতিভূ তাই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ ভারতীয় উপমহাদেশ ভালোভাবে ঘুরে দেখেন এবং ব্রিটিশ ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ভারত ও হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও ইউরোপে তিনি হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অসংখ্য সাধারণ ও ঘরোয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ক্লাস নিয়েছিলেন। তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত, ভারতে বিবেকানন্দ, ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী (কবিতাসংকলন), মদীয় আচার্যদেব ইত্যাদি। বিবেকানন্দ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও গায়ক। তার রচিত দুটি বিখ্যাত গান হল খণ্ডনভববন্ধন (শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক ভজন) ও নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি। এছাড়া নাচুক তাহাতে শ্যামা, ৪ জুলাইয়ের প্রতি, সন্ন্যাসীর গীতি ও সখার প্রতি তার রচিত কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা। সখার প্রতি কবিতার অন্তিম দুইটি চরণ বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। - বিবেকানন্দের সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উক্তি। ভারতে বিবেকানন্দকে 'বীর সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত করা হয় এবং তার জন্মদিনটি ভারতে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়।